রাঁচি, শনিবার
02:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>053 >>15 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫৩ >> << ১৫ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

দোনেৎস্ক অঞ্চলে রুশ হামলা আহত ১০

দোনেৎস্কঃ ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে রাতের বেলায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হলে রাশিয়া আরও তীব্র হামলা চালাতে পারে বলে উদ্বেগ বাড়ছে। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইহোর ক্লিমেঙ্কো বৃহস্পতিবার বলেন, এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় চার শিশুসহ দশজন আহত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আটকে রয়েছে আরও পাঁচজন। ক্লিমেঙ্কো আরও বলেন, পকরোভস্কে ১৩ ও ১৬ বছর বয়সী দুই ছেলের পাশাপাশি ৬ মাসের এক শিশু আহত হয়েছে। একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক, নয়টি ব্যক্তিগত বাড়ি, একটি থানা, একাধিক গাড়ি ও গ্যারাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুই বছরের সংঘর্ষে দোনেৎস্ক শিল্পাঞ্চলে বেশ কিছু ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই অঞ্চলকে গত বছর দখল করেছে বলে দাবি করে রাশিয়া। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বুধবার জানিয়েছেন, তাদের বাহিনী খ্রোমভ গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এই গ্রামকে রাশিয়া আর্তিয়োমভস্কো বলে থাকে। দোনেৎস্ক অঞ্চলে তীব্র লড়াইয়ের একদিন পর অর্থাৎ বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকী বলেন, সাম্প্রতিক এক ঝড়ের পর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক কমান্ডার ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন।

বাজার দর
SENSEX : 67481.19 +492.75
NIFTY : 20267.90 +134.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .01 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .13 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাশিয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিতি বাড়াচ্ছে

মস্কো ঃ চলতি মাসের শুরুর দিকে বাংলাদেশে যুদ্ধজাহাজ ভিড়িয়েছে রাশিয়া। গত পাঁচ দশকে প্রথমবার এমনটা ঘটল। পাশাপাশি মিয়ানমারের সঙ্গে এই প্রথম যৌথ নৌমহড়া দিয়েছে মস্কো। রাশিয়া ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বৃহত্তর ভূমিকা নিতে চায় এবং এশিয়ার ছোট দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার দিকে তাদের নজর। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারত পুরোনো মিত্র রাশিয়ার প্রতি বিরূপ নয়। কৌশলগত জলসীমায় চীনের ক্রমবর্ধমান হাজিরার পাল্টা জবাব দিতে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের গভীর অংশীদারিত্ব সত্ত্বেও রাশিয়া তাদের সামুদ্রিক প্রতিবেশে উপস্থিতি বাড়াচ্ছে।
নয়াদিল্লি তার পশ্চিমা অংশীদারদের চাপ উপেক্ষা করে মস্কোর সঙ্গে তার কয়েক দশকব্যাপী সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং ইউক্রেনের যুদ্ধে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে।
ভারতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের সিনিয়র বিশ্লেষক প্রাভিন ডন্থি ভিওএকে বলেন, ভারত চায় ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক রাশিয়া, কারণ নয়াদিল্লি যাকে বহু মেরুর বৈশ্বিক শৃঙ্খল বলে থাকে সেই বৃহত্তর কৌশলী লক্ষ্যের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ। নয়াদিল্লি বিশ্বাস করে, বহু মেরুবিশিষ্ট বিশ্ব গড়ে তোলার চাবিকাঠি হল বহু মেরুযুক্ত এশিয়া। তিনি আরও বলেন, এ পর্যন্ত ভারত এই ধরনের কৌশলগত দ্বিধা প্রকাশের দক্ষতা দেখিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলা যায়। চলতি বছরের ৭ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত আন্দামান সাগরে মিয়ানমারের সঙ্গে নৌমহড়াকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আধুনিক ইতিহাসে প্রথম রুশমিয়ানমার নৌমহড়া বলে অভিহিত করেছে। মিয়ানমারের সঙ্গে নৌমহড়ার কয়েক দিন পর এই একই রুশ যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে হাজির হয়েছে। ৫০ বছরে এটাই তাদের প্রথম বাংলাদেশ সফর। ঢাকায় রাশিয়ার দূতাবাস একে রুশবাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশাল মাইলফলক বলে অভিহিত করেছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, নৌ সহযোগিতা মজবুত করতে রাশিয়া গত সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে ভারতের সঙ্গে দুই দিনের নৌ মহড়া পরিচালনা করেছে।

ইন্দোনেশিয়া প্রতিরক্ষা ব্যয় ২০ শতাংশ বাড়াচ্ছে

সান ফ্রান্সিসকো ঃ ইন্দোনেশিয়ার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ২০ শতাংশ বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছেন যা আগামী বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত বজায় থাকবে। ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ভূরাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিক্রিয়ায় দেশটির সামরিক সরঞ্জামের মান উন্নত করার জন্য প্রতিরক্ষা খাত বাড়ানো হচ্ছে। শ্রী মুলিয়ানি ইন্দ্রাবতী এক সংবাদ সম্মেলনে বুধবার বলেন, প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রাবোভো সুবিয়ান্তোর সঙ্গে বৈঠকে এটি অনুমোদিত হয়। আসন্ন ফেব্রুয়ারির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রাবোভো অগ্রগামী প্রার্থী এবং তিনি প্রেসিডেন্ট উইদোদোর ছেলের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। শ্রী মুলিয়ানি বলেন, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা বাজেট ২০ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২৫ বিলিয়ন ডলার করা হবে। তিনি বলেন, চাহিদাগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আমাদেরসামরিক বাহিনীর সরঞ্জামগুলোর অবস্থা বিবেচনা করে এবং পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক ও ভূনিরাপত্তার মাঝে ক্রমবর্ধমান হুমকির কারণে তারা এটাকে প্রযোজন হিসাবে বিবেচনা করে। প্রতিরক্ষা বাজেটের ক্ষেত্রে ২০২০ থেকে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত তিন থেকে পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও তা ৫৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করে বলেন, এর মানে হচ্ছে এই বাজেট মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনারসাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, তহবিলের অর্থ আসবে বৈদেশিক ঋণ থেকে। প্রাবোভোর নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাদের পুরানো সামরিক বহরকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করে চলেছে।

ভারতের মধ্যে প্রথম, জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত কেন্দ্র সরকারের

জম্মুঃ ভারতের সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিল পাশ হয়েছে গত অক্টোবর মাসে। দেশের নতুন সংসদ ভবনে সেটাই ছিল প্রথম বিল। যদিও সংসদে সংরক্ষণ কবে চালু হবে স্পষ্ট করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। এরই মধ্যে জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ বা ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র সরকার।
আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। সেই অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু কাশ্মীরে আসন সংরক্ষণের বিল পেশ করবেন বলে স্থির হয়েছে।
পুদুচেরি বিধানসভাতেও ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে।
জম্মু কাশ্মীরে চলতি বছরেই বিধানসভার ভোট হওয়ার কথা আছে। ২০১৯ এর ৫ অগাস্ট থেকে সেখানে বিধানসভা নেই। জম্মু কাশ্মীরের উপর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সময় বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। জম্মু কাশ্মীর থেকে পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল করা হয় লাদাখকে। অন্যদিকে, জম্মু-কাশ্মীরেরও রাজ্যের মর্যাদা বাতিল করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল করা হয়। লাদাখ আলাদা হওয়ার পর জম্মু কাশ্মীরে এখন বিধানসভার আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চীনা আগ্রাসনের সম্ভাবনা কম ঃ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট

তাইপে ঃ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন বুধবার বলেছেন, চীন তার অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের কারণে তাইওয়ানে বড় ধরনের আগ্রাসনের কথা সম্ভবত(এখন) বিবেচনা করবে না। যদিও বেইজিং তাইওয়ানের আসন্ন নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। নিউইয়র্কে ডিলবুক শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩-এ সাই বলেন, আমি মনে করি এই মুহুর্তে চীনের নেতারা তাদের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। সাই ইং এক রেকর্ড করা সাক্ষাৎকারে বলেন, আমার ধারণা, তাইওয়ানে বড় ধরণের আগ্রাসনের কথা বিবেচনা করার জন্য এখন তাদের (চীনের) জন্য সম্ভবত (ঠিক) সময় নয়। এ মাসে, ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও শি জিনপিংয়ের মধ্যকার বৈঠক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পর আগ্রাসনের ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে সাই ঐ মন্তব্য করেন। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে নেতাদের আলোচনার লক্ষ্য ছিল, ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করা। তবে শি এবং বাইডেনের মধ্যে তাইওয়ানের সংকট বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য থেকে গিয়েছে। চীনের নেতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন যে পুনঃএকত্রীকরণ অপ্রতিরোধ্য। গণতান্ত্রিক তাইওয়ানকে চীন তার ভূখণ্ড বলে মনে করে। প্রযোজন হলে একদিন তারা তা জোর করে দখল করবে। বেইজিং এই মুহূর্তে তার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, আর্থিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করছে বলে সাই উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে যুদ্ধ কোন বিকল্প হতে পারে না। তবে তাইওয়ানের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চীন এখনও হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী উল্লেখ করে সাই আরও বলেন, বেইজিং আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল যাতে তার পক্ষে হয় তার চেষ্টা করে যাচ্ছে। জানুয়ারি মাসে স্বশাসিত তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং তা বেইজিং এবং ওয়াশিংটনের নীতি নির্ধারকরা নিরীক্ষণ করছেন। কারণ এই নির্বাচনের ফলে ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী বেইজিংয়ের সঙ্গে তাইপের সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারিত হতে পারে। আসন্ন নির্বাচনে সাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কারণ সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের দায়িত্ব তিনি সম্পন্ন করবেন।

সমীক্ষা আগামী ৩ ডিসেম্বর, রোববার ভোটগণনা হবে। সেদিন জানা যাবে, আসল ফলাফল।

এক্সিট পোল বলছে, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস এগিয়ে

নয়া দিল্লিঃ ভারতের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনপর্ব শেষ। বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস জিততে পারে।
বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানায় বিধানসভা ভোট হয়। আর এর মধ্যে দিয়েই শেষ হয় পাঁচ রাজ্যের ভোটপর্ব। মিজোরাম, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে ভোটপর্ব আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এক্সিট পোল বা বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানার ক্ষেত্রে প্রায় সব চ্যানেলের বুথ ফেরত ভোট সমীক্ষা বলছে, কংগ্রেস জিততে চলেছে। রাজস্থানের ক্ষেত্রে মাত্র দুইটি চ্যানেল কংগ্রসকে এগিয়ে রেখেছে। দুইটি চ্যানেল বলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, তবে বিজেপি এগিয়ে। আর চারটি চ্যানেল রাজস্থানে বিজেপিকে অনেক এগিয়ে রেখেছে। মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে পাঁচটি চ্যানেল কংগ্রেসকে এগিয়ে রেখেছে। আর বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে চারটি চ্যানেল। ফলে মধ্যপ্রদেশে নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। যে চারটি চ্যানেল বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে, তার মধ্যে তিনটি চ্যানেলের পূর্বাভাস, ২৩০ সদস্যের বিধানসভায় বিজেপি অন্ততপক্ষে ১৩৯টি আসন পাবে।
মিজোরামের ক্ষেত্রে চ্যানেলগুলি একেবারে আলাদা রায় দিয়েছে। তাদের পূর্বাভাস থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, উত্তর পূর্বর এই রাজ্যে লড়াইটা হবে এমএনএফ এবং জেডপিএমের মধ্যে। দুইটি চ্যানেল এমএনএফকে এগিয়ে রেখেছে। দুইটি চ্যানেল জেডপিএমকে এগিয়ে রেখেছে। দুইটি চ্যানেল বলেছে কোনো দলই গরিষ্ঠতা পাবে না। তবে ছয়টি চ্যানেলই একমত যে, কংগ্রেস ও বিজেপি এই রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারবে না। তবে হাং বিধানসভা হলে বা কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে কংগ্রেস জোট করে ক্ষমতায় আসতেও পারে। তিনটি চ্যানেল কংগ্রেসকে সর্বাধিক ১০টি আসন দিয়েছে। বিজেপি যে দুটির বেশি আসন পাবে না, সে বিষয়েও সবকটি চ্যানেল একমত।
ছত্তিশগড়ে সবকটি চ্যানেলই কংগ্রেসকে এগিয়ে রেখেছে। চ্যানেলগুলি জানিয়েছে, কংগ্রেস ৯০ সদস্যের বিধানসভায় সর্বাধিক ৬৫ ও সবচেয়ে কম ৪১টি আসন পেতে পারে।
তেলেঙ্গানাতেও সবকটি চ্যানেল কংগ্রেসকে এগিয়ে রেখেছে। চ্যানেলগুলির মতে, ১১৯ সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস সর্বাধিক ৮০ ও সবচেয়ে কম ৪৮টি আসন পেতে পারে। ভারতে লোকসভা ভোটের আগে এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
বুথ ফেরত ভোট সমীক্ষার ফল যে সবসময় ঠিক হয়, এমন নয়। কখনো হয়, কখনো হয় না। আগামী ৩ ডিসেম্বর, রোববার ভোটগণনা হবে। সেদিন জানা যাবে, আসল ফলাফল। বোঝা যাবে, বুথ ফেরত সমীক্ষা মিললো কি না, মিললে কাদের মিললো।

উত্তর দিনাজপুরে আদিবাসী যুবককে গুলি করে হত্যার ৮ দিন পর গ্রেফতার বন্দুকধারী

উত্তর দিনাজপুর ঃ ডালখোলায় আদিবাসী যুবক শ্যুটআউট কাণ্ডের আট দিনের মাথায় শ্যুটার গ্রেপ্তার। বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের জেরে যুবক খুন হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃত নির্মল মার্ডি, ডালখোলা থানার জগদীশপুরের সুতরা বটতলার বাসিন্দা। বুধবার ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলে ডালখোলা থানার পুলিস। বিচারক ধৃতকে ১০ দিনের পুলিস রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৪ নভেম্বর রাতে ডালখোলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়রামপুরের বাসিন্দা জেদা সোরেন ওরফে রাজা (২২) দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন হন। খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হলেও পুলিস জোরকদমে তদন্ত শরু করেছিল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস ধাপে ধাপে এগতে থাকে। অবশেষে আট দিনের মাথায় সাফল্য পায়। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, রাজা দিনমজুরের কাজ করে সংসার প্রতিপালন করত। ঘটনার দিন পাড়ার পাশেই একটি মেলা বসেছিল। স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানদের নিয়ে মেলায় ঘুরতে গিয়েছিল। মেলা থেকে ফেরার পর শোওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় প্রস্রাব করতে বাড়ির সামনে রাস্তার কাছে যায় রাজা। সেসময় অন্ধকারে মাস্কে মুখ ঢাকা এক যুবককে দেখতে পায় রাজা। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করে কে তুমি? ওই যুবক আদিবাসী ভাষায় কিছু উত্তরও দেয়। এর পরেই খুব কাছ থেকে রাজার বুকের ডানদিকে গুলি করে দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার সময় রাজার স্ত্রী শকুন্তলা কিস্কু সামান্য দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অভিযুক্ত নির্মল মাডিকে ডালখোলা থানার পুলিশ সরজমিনেয়ে ঘটনার পুনঃনির্মাণ শুরু করেন (reconstruction) শুরু করেন ওই এলাকায় ।

হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রাক, পেছন থেকে আসা চার চাকা গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে গুরুতর আহত হয় চালক

শিলিগুড়ি ঃ বাগডোগরা গোসাইপুর সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। জানা যায় এদিন বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বালু বোঝাই ট্রাক গোসাইপুর সংলগ্ন ডিভাইডারে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে সেই সময় পেছন থেকে আসা একটি চার চাকা গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে সেই ভালো কোথায় ট্রাকেট পেছনে। ঘটনায় আহত হয়েছেন সেই চার চাকা গাড়ি চালক। যদিও ট্রাকটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের উচ্চপদস্থ কর্মীরা। আহত গাড়ি চালককে উদ্ধার করে বাগডোগরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

ময়না পাখি পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে তিন বছরের জেল সাজা ঘোষণা করল আলিপুরদুয়ার আদালত

আলিপুরদুয়ার ঃ ময়না পাখি পাচারের অভিযোগে বনদপ্তরের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া এক ব্যক্তিকে তিন বছরের জেল সাজা ঘোষণা করল আলিপুরদুয়ার আদালত। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের পাগলা বাজার এলাকা থেকে কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার উত্তম কুমার সরকার নেতৃত্বে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে পাহাড়ি ময়না সহ গ্রেপ্তার করা হয় । ধৃত ঐ ব্যক্তির নাম হাসান মিয়া । শুক্রবার এই কেসের সাজা ঘোষণা করল আলিপুরদুয়ার জিম থার্ড কোর্ট এর বিচারক এদিন বিচারক তিন বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা সাজা জরিমানা ঘোষণা করেন । যারা গিয়েছে প্রতিনিয়ত অবৈধ বন্যপ্রাণী সহ বিভিন্ন পাচার রুখে দিতে তৎপর রয়েছে বনকর্মীরা ।

উত্থান একাদশীতে মদনমোহনের বিশেষ পুজোর আয়োজন

কোচবিহার ঃ রাজ ঐতিহ্য মেনে আজ উত্থান যাত্রার দিন মদন মোহন ঠাকুরকে একশো আট কলস জল দিয়ে স্নান করানো হলো। উল্টো রথ যাত্রার পরে শয়ন একাদশীতে কোচবিহারের প্রাণের মদনমোহন শয়নে গিয়েছিলেন। আজ প্রায় চার মাস পর মদনমোহনের ঘুম থেকে ওঠার দিন। এই শুভ তিথিতে মদনমোহন দেবকে দুধ, দই, ঘি, মধু মাখিয়ে ১০৮ ঘটি জল দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর যজ্ঞের মাধ্যমে পুজো সম্পন্ন করা হয়। বিশেষ পুজো এবং ভোগের মাধ্যমে পর সম্পূর্ণ হবে মদনমোহনের উত্থান একাদশীর পুজো। আজ এই শুভ দিনে কোচবিহারে নামী বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুরোজ কুমার ঘোষ একটি সোনার ছাতা মদনমোহন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্যর হাতে তুলে দিলেন। তিনি জানান,দীর্ঘদিন ধরে আমাদের প্রাণের প্রিয় মদনমোহন ঠাকুর এর জন্য কিছু দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।কিন্তু হয়ে উঠছিল না। ছাতা দেওয়ার ইচ্ছের কথা দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের কাছে আবেদন করে জানিয়েছিলাম। তারা আজকে আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছে।আজ দিতে পেরে আমি খুব খুশি। এই বিষয়ে মদনমোহন মন্দিরের পুরোহিত শিব কুমার চক্রবর্তী জানান, প্রায় চার মাস পর আজ ছোট মদন মোহন ঘুম থেকে উঠবেন। সেই জন্য আজকের উত্থান একাদশীতে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। মদন মোহন বাবাকে দুধ, দই, ঘি, মধু মাখিয়ে ১০৮ কলস জল দিয়ে স্নান করানো হবে। তারপর মহা ভোগ এবং যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হবে মদনমোহনের পুজো।

বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন নিয়ে অভিযোগ তুলেন অভিভাবকেরা

কোচবিহার ঃ মাথাভাঙার এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন নিয়ে অভিযোগ তুলে বিদ্যালয় এর গেটে বৃক্ষ প্রদর্শন করেন বিদ্যালয়ের অভিভাবকেরা। শুক্রবার সকালে মাথা ভাঙ্গার সাত নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের সামনে অভিভাবকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অভিভাবকদের পক্ষে রাজকুমার বিন্দ মন্তব্য করে বলেন, দীর্ঘদিন থেকেই পঠনপাঠন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। আমরা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মাধ্যমে উচ্চমানের পঠনপাঠন আশা করেছিলাম কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সেই দিকেই কর্ণপাত না করে স্থানীয় শিক্ষকদের দিয়ে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছে। স্থানীয় শিক্ষকদের একাংশ এখনো পর্যন্ত অনিশ্চিত যে তারা কতদিন চাকরিতে বহাল থাকবে তাই তারাও ঠিকমতো ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারছেন না বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি বিদ্যালয় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে সামনে রেখে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পক্ষেও সওয়াল করেন অভিভাবকরা। এদিন এইসব বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাথে কথা বলতে গেলে তারা প্রথমে কথা বলতে অস্বীকার করেন এবং তখনই বাধে গন্ডগোল। শেষমেষ ম্যানেজিং কমিটি অভিভাবকদের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। তবে এই বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটি সংবাদ মাধ্যমকে কোনরকম বিবৃতি দেননি।

জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শুক্রবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি জাতীয় সড়কে পাহাড়পুর মোড়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এই বাইক আরোহীর বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।ঘটনাস্থলে দমকল এবং কোতয়ালী থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ।ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচলে ব্যাহত হয়। বাইক আরোহীর নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘাতক লরিটির খোজে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে তদন্তে ডিএসপি ট্রাফিক কোতোয়ালি থানার আইসি।

শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগের দাবিতে সারারাত ধরনা দিচ্ছে

কলকাতা ঃ নিয়োগের দাবিতে রাজপথে আপার প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীরা।। শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগের দাবিতে সারারাত ধরনা দিচ্ছে।। ২০১৫ সালে আপার প্রাইমারি শিক্ষক নিযোগের পরীক্ষা হলেও এখনো মেলেনি নিয়োগ।। তারা বারংবার বলেছেন তাদের নিযোগে দুর্নীতি হয়েছে।। আজ তাদের মঞ্চে এসেছেন অভিনেতা ও বিজেপি বিধায়ক হিরন।। পদ্মশ্রী প্রাপক কাজী মাসুম আক্তার।। আইনজীবী কৌস্তব বাগচী।।

চাকরিপ্রার্থীদের যেখানে বসতে দেওয়া হয়েছে সেখানে অন্যতম আলোর ব্যবস্থা নেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অভিযোগ করেছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা।। আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা কৌস্তব বাগচী পুলিশের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় জড়িয়ে পড়েন।চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বাযো টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে কার্যত তিনি পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দেন।। এবং তিনি হুঁশিয়ারি দেন যদি পুলিশ ১০ মিনিটের মধ্যে বাযো টয়লেটের ব্যবস্থা না করেন চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তবে তিনি ধরনায় বসবেন রাস্তায়।। পাশাপাশি মহিলা চাকরি প্রার্থীরা বলেন তারা pay and USE TOILET রাত্রির ১১ টার পর ব্যবহার করতে পারছেন না কারণ সেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে.. ফলে মহিলা চাকরিপ্রার্থীরা সমস্যায় পড়েছেন।

২০১৪ এর আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগের দাবিতে সল্টলেক রাজপথে। গত বুধবার থেকে সল্টলেকের করুণাময়ী সংলগ্ন সৌরভ গাঙ্গুলী অ্যাকাডেমীর সামনের ফুটপাতে বসে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাচ্ছে চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা ঃ ২০১৪'র আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী নিয়োগের দাবিতে ধর্মতলায় প্রায় ৫২৮ দিনে পড়লো আন্দোলন। পরবর্তী সময়ে তারা বিকাশ ভবনের কাছে আন্দোলন করতে চাইলে অনুমতি না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। এরপরই আদালতের নির্দেশে ৭২ ঘঃটার অনুমতি পেয়ে সল্টলেক করুণাময়ী সংলগ্ন সৌরভ গাঙ্গুলী অ্যাকাডেমির সামনে ফুটপাতে অবস্থান বিক্ষোভ বসে চাকরি প্রার্থীরা। আঃেদালনকারীদের দাবি অবিলম্বে তাদের নিযোগে প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যদি শিক্ষা দপ্তরের কোন প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে কথা না বলে রাস্তায় আমরণ অনশন করবেন বলে হুঁশিয়ারি। টেট পরীক্ষার্থীরা অবিলম্বে নিযোগের দাবিতে কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা মিছিল ইন্দ্রজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ জন চাকুরি প্রার্থী এদের মিছিলে হাটেন ধর্মতলার জরিনা ক্রসিং এ ডরিনা ক্রসিং এ তারা রাস্তায় বসে পড়ে পথ অবরোধ করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পুলিশ তাদের তুলে দিলে ধর্মতলাতেই আবার রাস্তায় বসে শুয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে এবং দাবি অবিলম্বে নিযোগে চাই।

স্ত্রীর গলার নলি কেটে খুন, অভিযুক্ত স্বামী পলাতক

জয়নগর ঃ আবারও খবরের শিরোনামে উঠে এল জয়নগর। স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে শুধুমাত্র এই সন্দেহ বসে স্ত্রীর গলার নলী কেটে খুন করল স্বামী। শুক্রবার এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নলিকাটার মোড় এলাকায়। মৃত ওই গৃহবধুর নাম অপর্ণা বৈদ্য (২৮)। এই ঘটনার পর পলাতক স্বামী অভিযুক্ত স্বামীর খোঁজে চলছে তল্লাশি। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিশ । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে । স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ১৭ বছর আগে মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রি পরিমল বৈদ্যর (৩৫) সাথে বিয়ে হয় অপর্ণা বৈদ্যের। সম্প্রতি স্মার্টফোনে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস বানাত অপর্না। আর তারই সুবাদে বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল তার। আর এই সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধু বান্ধবের সাথে ফোনে গল্পে ব্যস্ত থাকতো। আর তারই জেরে প্রায় সময় বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকতো। অপর্ণার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে । ছেলেটি সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে এবং মেয়েটি নার্সারিতে পড়ে। বেশ কিছুদিন আগে এই সোশ্যাল মিডিয়াকে কেন্দ্র করে দম্পতির মধ্যে অশান্তি শুরু হয়েছিল। এই অশান্তির মাঝখানে বেশ কিছুদিন স্বামীকে ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকত অপর্না। বেশ কিছুদিন হয়েছে অপর্ণা আবারও পরিমলের বাড়িতে এসে থাকে। এদিন সকালে সোশ্যাল মিডিয়াকে কেন্দ্র করে আবারও ওই দম্পতির মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। কিন্তু এই করুন পরিণতি হবে কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। এ বিষয়ে অপর্ণা ও পরিমলের ছেলে অয়ন বৈদ্য জানায়, প্রায় বাবা মার মধ্যে মোবাইল ফোন কে কেন্দ্র করে ঝামেলা লেগেই থাকতো। বাবা মাকে মেরে ফেলার প্রায় সময় হুমকিও দিত। এদিন আমি টিউশন পড়তে গিয়েছিলাম টিউশন থেকে যখন বাড়ি ফিরেছি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি রান্নাঘরে মায়ের রক্তাক্ত দেহ পরে রয়েছে । বাবা নেই কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। আমি যখন আজ টিউশন পড়তে যাচ্ছিলাম তখনও বাবামার মধ্যে ঝামেলা হচ্ছিল। এই বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে অয়ন। মৃতদেহের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রক্তমাখা ছুরি। কি কারনে এই খুন তা খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ পাশাপাশি অভিযুক্ত পরিমল বৈদ্যের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

উদ্ধার একটি পূর্ন বয়স্ক তক্ষক

উত্তর ২৪ পরগনার ঃ দেগঙ্গার বাসুদেবপুর এলাকায় আন্তর্জাতিক তক্ষক পাচারকারী দশ জনকে গ্রেফতার করল দেগঙ্গা থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার একটি পূর্ন বয়স্ক তক্ষক। উদ্ধার সত্তর হাজার টাকাও একটি চারচাকা গাড়ি। পুলিশ সূত্রে খবর গতকাল দেগঙ্গার বাসুদেবপুর এলাকায় তক্ষকের দরদাম নিয়ে পাচারকারীদের মধ্যে গন্ডগোল বেধে যায়, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তক্ষক, নগদ টাকা সহ ১০ জনকে গ্রেফতার করে।

১১ ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ১৩ তম শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা

শিলিগুড়ি ঃ ১১ ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ১৩ তম শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার এবং জনশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেলার সম্পর্কে বিস্তারিত জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় এর মাঝে এই মেলার আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টির মতো স্টল থাকবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামীণ, নগর ও জেলা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলিকে যথাক্রমে ১৫০০০, ১৮০০০ ও ৪০০০০ টাকা করে দেওয়া হবে এবং তা দিয়ে বই কেনা হবে। এ বছরের এই বইমেলার থিম রয়েছে 'ভাষা শিখবো, বই লিখবো'। এই থিমকে সামনে রেখে উদ্বোধনের দিন একটি শোভা যাত্রার আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে বইমেলা চলাকালীন থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আলিপুরদুয়ার পুলিশ কোর্টের সামনে ধর্ণা গ্রামবাসীদের

আলিপুরদুয়ারঃ দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আলিপুরদুয়ার পুলিশ কোর্টের সামনে ধর্ণা গ্রামবাসীদের ।

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া এলাকার যুবক মনোজ লোহারের খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ছয় জনের কঠোর শাস্তির দাবিতে এদিন আলিপুরদুয়ারে প্লাকার্ড হাতে মিছিল করে ধর্ণা প্রদর্শন করে বীরপাড়া এলাকার বাসিন্দারা।

আজ ধৃত ছয় জনকে আদালতে তোলা হয় ।

এই বিষয়ে উল্লেখ্য গত ২৩ আগষ্ট বীরপাড়া চা বাগানের যুবক মনোজ লোহারকে তার বাড়ি থেকে ডেকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।।

২৬শে নভেম্বর থেকে শুরু হল 'শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩'

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে আগামী ২৬শে নভেম্বর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল 'শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩'।শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য।এদিন সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগে মোট দশটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এবছর পুরোনো পদ্ধতিতে অর্থাৎ পয়েন্ট ভিত্তিক চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ঘোষণা করা হবে।সব মিলিয়ে মোট ৪৫টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।পাশাপাশি প্রত্যেকটি খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, বেস্ট গোলকিপার, বেস্ট ডিফেন্ডার, বেস্ট প্লেয়ারদের আর্থিক পুরস্কার এবং ট্রফি দেওয়া হবে।

বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে, সেই বিধানসভা অধিবেশনে আপাতত ইসলামপুরের বর্ষিয়ান এমএলএ আব্দুল করিম চৌধুরী যাচ্ছেন না

উত্তর দিনাজপুর ঃ ২৪ তারিখ বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে, সেই বিধানসভা অধিবেশনে আপাতত ইসলামপুরের বর্ষিয়ান তথা ৫৫ বছরের এমএলএ আব্দুল করিম চৌধুরী যাচ্ছেন না। পরবর্তীতে ৮ ৯ তারিখ পর্যন্ত বিধানসভা চলবে তার মধ্যে উনি যেতে পারেন বলে জানালেন। এক রাজবংশী পরিবারের জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ তিন বছর সেই পরিবার ঘরছাড়া বলে দাবি বিধায়কের আর তারই সমাধান করবার জন্য ইসলামপুর মহকুমা শাসক কে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন, মহকুমা শাসক আগামী সাত দিনের মধ্যে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন এই দাবি আব্দুল করিম চৌধুরীর। আর সেই পরিবার সুবিচার পেলেই উনি বিধানসভায় যাবেন বলে জানিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের উপর উনার বিরাট অভিমান রয়েছে কেন? উনাকে তো সর্ব স্তরের মানুষ সব রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব সম্মানের সহিত উনার নামে আলোচনা করেন তাহলে তৃণমূল দল তার সাথে বিমতৃসুলভ ব্যবহার কেন করছে আসুন শুনি কি বলছেন বিধায়ক

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে জখম বেশ কয়েকজন

উত্তর দিনাজপুর। জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে জখম বেশ কয়েকজন। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার টেপাগাঁও এলাকায়। জানা গিয়েছে ফজিরুল ইসলামের সাথে বসিরুদ্দিনের দীর্ঘ নয় বছর ধরে ৯ শতক জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। অভিযোগ ফজিরুল ইসলামের জমি দখল করে রেখে ছিলেন বসিরুদ্দিন। আজকে সেই জমি ছেরে দেওয়ার কথা বলতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা সৃষ্টি হয়। বচসা চলাকালীন আচমকা দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় ফজিরুল ইসলামের পরিবারের তিনজন জখম হয়। জখমদের উদ্ধার করে চোপড়ার দোলুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হুমকির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘরের ভেতর থেকে টোটো চালকের মৃতদেহ উদ্ধার

মালদা ঃ ফোনে খুন করার হুমকি। হুমকির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘরের ভেতর থেকে টোটো চালকের মৃতদেহ উদ্ধার। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা মালদহের পুরাতন মালদা থানার রসিলাদহ বাগানপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, মৃত টোটো চালকের নাম নেপাল মন্ডল। গত এক সপ্তাহ আগে নেপাল মন্ডলের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এলাকারই কয়েকজন যুবককে সন্দেহ করে নেপাল মন্ডল। এই নিয়ে গ্রামে সালিসি সভাও বসে। কিন্তু কোন মীমাংসা না হওয়ায় নেপাল মণ্ডল পুরাতন মালদা থানার দ্বারস্থ হওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করে। এরপরই গত পরশুদিন রাত্রে নেপাল মণ্ডল কে ফোন করে কে বা কারা খুনের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। সেই হুমকির ৪৮ ঘন্টা না কাটতেই আজ সকালে নিজের ঘর থেকে ওই টোটো চালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত নেপাল মন্ডলের স্ত্রী মৌসুমী মন্ডলের অভিযোগ তার স্বামী নেশা করত। এই কারণে আলাদা বাড়িতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতেন তিনি। তবে প্রতিদিন যাতায়াত ছিল। তার স্বামী তাকে জানিয়েছিল তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এরপরই আজ সকালে ঘরের ভেতর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত নেপাল মন্ডলের গলায় মশারি এবং মুখে বালিশ দেওয়া অবস্থায় পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ির ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মান গুড়িয়ে দিল পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ শহরে অবৈধ নির্মানের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভেঙে দেওয়া হল অবৈধ নির্মান।জানা গিয়েছে, ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বহুতলে পার্কিং এরিয়ার মধ্যে অবৈধভাবে দোকান বানিয়ে ভাড়া দিয়েছিল এক প্রমোটার।এর অভিযোগ হতেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুরনিগম।বোর্ড মিটিংয়েও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।পুরনিগমের তরফে প্রমোটারকে দোকান সরিয়ে পার্কিং করার কথা জানানো হয়।তবে নির্দেশ মানেননি প্রমোটার।এরপরই আজ জেসিবি দিয়ে সেই অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়া হয়।শিলিগুড়ি পুরনিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজিত আইচ বলেন, বিল্ডিং এর প্রমোটার পার্কিং এরিয়ার প্লান পাস করিয়েছিলেন।তবে সেই পার্কিং এরিয়ায় অবৈধভাবে দোকান বানিয়ে ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি।এই অভিযোগ আসতেই আজ অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়া হয়।

শর্ট সার্কিট থেকে আগুন! দুটো বাড়ির সর্বস্ব পুড়ে বিধবা সর্বশান্ত

মালদা ঃ শর্ট সার্কিট থেকে আগুন! দুটো বাড়ির সর্বস্ব পুড়ে বিধবা সর্বশান্ত। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক তিন লক্ষ। মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের সাহেবনগর গ্রামে বৃহস্পতিবার রাত্রি নাগাদ হঠাৎ শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে আজমিরা বেওয়ার (৩০) বাড়িতে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বাড়িতে কেউ ছিলনা।আজমিরা বেওয়া ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ায় মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দশ বছর আগে আজমিরার স্বামী মারা গেছে। সেই থেকে আজমিরা বেওয়া একটি ছোট্ট মুদির ও মনিহারীর দোকান করে নিজের মেয়ে রাজিকা খাতুন (১৩) কে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। বৃহস্পতিবার রাতে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে বাড়িতে রাখা নগদ ২৫ হাজার টাকা, সোনা গহনা,আসবাব,মুদি ও মনিহারি দোকানের সামগ্রী সহ বাড়ির সর্বস্ব আগুনে ভস্মীভূত হয়ে ছারখার হয়ে যায়।দমকলের একটি ইঞ্জিন আসার আগেই সব কিছু পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা আক্তারুল আলী বলেন বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ করে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে আমরা অনুমান করছি। এতে বিধবা আজমিরার দুটো বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। কিছুই বাঁচেনি। বাড়ির আসবাব থেকে শুরু করে দোকানের জিনিসপত্র সমস্ত কিছুই আগুনে ভস্মিভূত হয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ প্রশাসন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও দোমকল আসার আগেই আগুনে সবকিছু খশীভূত হয়ে গেছে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রতিনিধি শেখ কাশিম আলীর বক্তব্য 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। বিধবা আজমিরা দেওয়ার আর কিছুই থাকলো না। প্রশাসনকে বলবো আজমিরা বেওয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ইদা খাতুন বলেন নগদ পাঁচিশ হাজার টাকা সহ সোনাদানা মিলে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। আমি তার পাশে আছি এবং সরকারকে বলবো তার পাশে দাঁড়াক।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

তিস্তা নদীর চরে দেশী ছাগল প্রতিপালন করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী জনৈক চাষী শচীন রায়

জলপাইগুড়ি ঃ তিস্তা নদীর চরে দেশী ছাগল প্রতিপালন করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী জনৈক চাষী শচীন রায়। শচীন বাবু চাষবাস করার পাশাপাশি ছাগল ও প্রতিপালন করেন। এবং ছাগল প্রতিপালন করে বর্তমানে যথেষ্ট লাভের মুখ দেখছেন তিনি। শচীন বাবু জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দনপুর অঞ্চলের প্রসন্ন নগর পাড়া ৫ নং তিস্তা নদীর সংলগ্ন এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। শচীন বাবু বলেন তিনি মূলত চাষবাস করেন তবে বিগত কয়েক বছর যাবত তিনি ছাগল প্রতিপালন করে আসছেন। তিনি হিসেব নিকাশ করে দেখেন চাষবাসে চাইতে ছাগল প্রতিপালন করে তিনি অনেকটাই অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। তবে ছাগল প্রতিফলন করতে অনেক সময় খানিটা অসুবিধার মধ্যেও পড়তে হয় কারণ একটু অসতর্ক হলেই শিয়ালের দল ছাগল এবং ছাগলের বাচ্চা নিয়ে চম্পট দেয়। তিনি আরো বলেন মনোযোগ এবং সতর্কের মধ্য দিয়ে যদি প্রতিপালন করা যায় তাহলে এই ছাগল প্রতিপালনের যথেষ্টই লাভ রয়েছে।

জাতীয় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত দুই জখম বেশকয়েজন

উত্তর দিনাজপুর ঃ জাতীয় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত দুই জখম বেশকয়েজন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কানকি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। মৃত দুই জনের বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। জানা গিয়েছে বিহারের বাহাদুরগঞ্জে পাইপ লাইনের কাজে গিয়েছিল ৯ জন শ্রমিক। কাজ শেষে ফেরার পথে চাকুলিয়া থানার কানকি জাতীয় সড়কের উপর শ্রমিক বোঝায় পিকআপ ভ্যানের পিছনে সজোরে একটি লরি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এবং এই ঘটনায় বেশকয়েজন শ্রমিক গুরুতর জখম হয়। জখমদের চিকিৎসার জন্য বিহারের কিষানগঞ্জে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সীমান্ত শহরে রমরমিয়ে চলছে জাল বার্থ সার্টিফিকেটের কারবার ,বনগাঁ মহাকুমা আদালতের .উকিল মহুরিদের একাংশে যুক্ত এই কাজে দাবি পৌর প্রধানের

বনগাঁ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত লাগোয়া শহর বনগাঁ । বনগাঁ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার এর মধ্যে পেট্রোপোল সীমান্ত । একাধিকবার পাচার সহ বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠে এসেছে এই এলাকায় । তারই মধ্যে পুরসভার প্যাড, সিল নকল করে তৈরি হচ্ছে জাল জন্ম সংসাপত্র । এমন কি পুর আধিকারিকের সই ও জাল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ । এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বনগাঁ পৌরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ । পুরপ্রধানের সন্দেহ প্রথমে তৈরি হচ্ছে জাল জন্ম সংশাপত্র তারপর সেটি ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে অন্যান্য জাল নথি । এই জাল সংশপত্র দেখিয়ে অনেকে পাসপোর্ট এর ও আবেদন করছে । তিনি বলেন এই কারবার বনগাঁ আদালত চত্বরে চলছে । মহুরী ও আইনজীবীদের একাংশও এর সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেন গোপাল শেঠ ।

প্রসঙ্গত ঠাকুরনগর এলাকায় দিন কয়েক আগে হানা দেয় এন.আই.এর আধিকারিকরা । সেখানে এক বাংলাদেশী নাগরিক কে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা । এন.আই.এ সূত্রে খবর তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় জাল পাসপোর্ট সহ উদ্ধার হয় অন্যান্য জল নথি পত্র । ধৃত ব্যক্তি মানব পাচারের সঙ্গেও যুক্ত ।

পূর্ব বর্ধমানের বোনকাপাসী অঞ্চলে প্রায় ২০০ ঘর আছে যারা শুধুমাত্র ডাকের সাজের উপরেই নির্ভর তাদের সংসার

পূর্ব বর্ধমান ঃ আকাশ পাল, কাটোয়া, বন কাপাসীর একজন সোলা শিল্পী। পূর্ব বর্ধমানের বোনকাপাসী অঞ্চলে প্রায় ২০০ ঘর আছে যারা শুধুমাত্র ডাকের সাজের উপরেই তাদের সংসার নির্ভর করে। আকাশের দাদু প্রভাস চন্দ্র পাল প্রায় ৫০ বছর ধরে চন্দননগরে দেবী প্রতিমাকে ডাকের সাজে সাজিয়ে আসছেন। তার মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে আরুপ আর অনুপ এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এরপর চিত্রাংশু সেখর পালের ছেলে আকাশ ডাকের সাজের কাজ শুরু করে মাত্র চার বছর আগে। এই বছর আকাশ চন্দননগরে ১৫ টি কাজ করেছে। বেশ কয়েকটি সংস্থার বিচারে চন্দননগরের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সব কটি স্থান অর্জন করেছে আকাশ।

আর্থিক তছরূপ ও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিককে

পূর্ব বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত রসুলপুরের দলুই বাজার থেকে আর্থিক তছরূপ ও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিককে। ধৃতের নাম কিরিটি বৈরাগ্য। মেমারি থানা সূত্রে জানা যায় রসুলপুরের দলুই বাজার এলাকায় ইন্ডিয়ান ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের প্রায় ৩০০ গ্রাহকের আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা তছরূপ করেছেন কিরিটি বৈরাগ্য।

গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ গ্রাহকদের সরলতা ও অজ্ঞনতার সুযোগ নিয়ে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিক কিরিটি বৈরাগ্য তাদের টাকা নিয়ে প্রতারণা করেছে।

এব্যপারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে জানানোর পরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে টাকা তুলতে গেলে কখনো লিংক নেই, কখনো বা আঙুলের ছাপ মিলছে না বলে গ্রাহকদের ফিরিয়ে দেওয়া হতো। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ চলাকালীন হাজির হয় মেমারি থানার পুলিশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক প্রতারিত গ্রাহকদের সাথে কথা বলেন এবং তদন্তের আশ্বাস দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে অতি দ্রুততার সাথে ওই গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিক কিরিটি বৈরাগ্যকে গ্রেপ্তার করে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কারণে রবি চাষে চাষীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ

ইলামবাজার ঃ ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব কেন্দুলী অঞ্চলের সমস্ত চাষীরা ফ্লাট অর্থাৎ নদীর বেল্টের এরিয়ার মধ্যেই চাষ আবাদ করে। এখন ভরপুর রবি চাষের সময়, আলু, সরিষা, যব, গম, ইত্যাদি চাষ হয়ে থাকে এই সময়ে। দিন আনে দিন খায় চাষিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করে কিছু লোভ্যাংশের জন্য এবং জীবন যাপনের জন্য। চাষীদের চাষ হচ্ছে একমাত্র জীবন ধারণের অবলম্বন। রাসায়নিক সার,ট্রাক্টর, লেবার এর দাম সাবমারসিবল জলের ইলেকট্রিক বিল নানান জিনিসের বর্তমান সময়ে দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে চাষীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাধন রায় তিনি জানান আমাদের এই চাষাবাদ করেই সংসার জীবনযাপন চলে। তবে আমরা এই চাষ করছি ঋণ নিয়ে, কিন্তু জানিনা এই চাষ করে কতটা লাভ পাব। কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা একটু দুশ্চিন্তায় আছি। তিনি এটাও জানান আলু,গম,জব,ভুট্টা,সরিষা ছাড়াও আমরা গাঁদা ফুলের চাষ করে থাকি। চাষ আমাদের একমাত্র বেঁচে থাকার এবং সংসার জীবন যাপন চালানোর চাবিকাঠি। প্রতিবছর জয়দেব কেন্দুলী অঞ্চলের সন্তোষপুর গ্রামে কমবেশি ৮০০ থেকে ১০০০ বিঘা আলু চাষ হয়ে থাকে। আমাদের এলাকা তথা গ্রাম হচ্ছে চাষী প্রধান গ্রাম। চাষের উপর নির্ভর করে আমরা সমস্ত কিছু সাংসারিক বা জীবনধারণের কাজ করে থাকি এবং নির্ভরশীল। তবে চাষের দ্রব্য মূল্য তথা রাসায়নিক সার ট্রাক্টর ও ইলেকট্রিক বিল এবং লেবার এর দাম যদি কম বা সমতুল্য হত তাহলে হয়তো আমরা একটু ফসলের উপর লাভ দেখতে পেতাম।।

ভুয়ো বিল নিচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর!

অন্ডাল। ভুয়ো বিল নিচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর! আর বিল দিতে দেরি হলে নেওয়া হচ্ছে সুদ সমেত বিল। ক্ষতির মুখে পড়ছে সাধারণ মানুষ। এছাড়াও ৮ দফা দাবিকে সামনে রেখে মিছিল করে এসে অন্ডালের উখড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের ভেতর বিক্ষোভে বিজেপি। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি অভিযোগ তোলেন অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে বিদ্যুৎ বিল বেশি নেওয়া হচ্ছে, ভুয়ো বিদ্যুৎ দিয়েও সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলা হচ্ছে, কোন সমস্যা নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে গেলে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন এমন অবিচার করা হবে। সাধারণ মানুষকে কেন সমস্যায় ফেলা হবে। এই সব অভিযোগগুলি নিয়েও তাঁরা স্মারকলিপি প্রদান করেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামারও হুঁশিয়ারি দেন।

গুলিতে নিহত হয় সমীর পড়িয়া নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী

কোলাঘাট ঃ গত সোমবার রাতে দুষ্কৃতকারীদে হাতে কোলাঘাটে গুলিতে নিহত হয় সমীর পড়িয়া নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী। বুধবার সন্ধ্যায় মৃত স্বর্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দীর্ঘ সময় তার পরিবারের সাথে কথা বলেন, পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে যান তিনি। মৃত সমীর পড়িয়ার স্ত্রীর নাম কৃষ্ণা পড়িয়াকে তিন চার মাসের মধ্যে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন, এমনকি তার দুই ছোট ছোট ছেলে এবং মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন তিনি। তাঁর পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের দাবিতে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন শুভেন্দু। আগামী মঙ্গলবার কলকাতার হাইকোর্টে যাবেন গুলিতে মৃত সমীর পড়িয়ার বাবা সুকুমার পড়িয়া এমনটাই পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিন পরিবারের সাথে দেখা করার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখানকার পুলিশ সুপার ভাইপো না বললে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করবে না। ওরা কাওকে ধরবে না। পাশাপাশি তিনি পরিবারের লোক যেভাবে আইনের পথে চলতে চাইবে তাই করবে সেখানে আমি কিছু বলবো না। গত সোমবার রাতে বাইক নিয়ে পাঁশকুড়ার জিঁয়াদায় নিজের বাড়িতে যাওয়ার সময় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কোলাঘাটে রাতে একটি বাইকে তিনজন পিছু নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমীর পড়িয়ার কাছে থাকা সোনা,রুপা ও নগদ মিলে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। সেই ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কেটে গেলেও এখনো কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় পরিবারের পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী পুলিশের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

মোষ কে ধাক্কা মেরে ঘটে দুর্ঘটনা

রাণীগঞ্জ ঃ যাত্রা শিল্পীদের যাত্রী বোঝাই বাস জাতীয় সড়কে পড়ল দুর্ঘটনার কবলে। এক মোষ কে ধাক্কা মেরে ঘটে এই দুর্ঘটনা। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও ঘটনাস্থলে একটি বুলেরো গাড়িকে ধাক্কা মেরে ডিভাইডারে আটকে পড়ে যাত্রা শিল্পীদের নিয়ে যাওয়া বাসটি। ঘটনাটি ঘটে রানীগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্প বুধবার তালুকের রানীগঞ্জ স্কয়ার সংমগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে রানীগঞ্জের ট্রাফিক পুলিশ ও পাঞ্জাবি মোড় পানির পুলিশ আর তার সাথেই এসেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় একটি মোষ এদিন সকালে বাঁশড়া অভিভামুখ থেকে গ্লাস ফ্যাক্টরি অভিমুখে যাচ্ছিল সেই সময়ই একটি ট্রাক প্রথমে মোষ টিকে ধাক্কা মারে পরে তার পেছনে থাকা একটি বুলেরো গাড়ি এ বিষয়ে লক্ষ্য করে গাড়ির গতি ধীরে করলে তার পেছনে এসেই ধাক্কা মারে মেদিনীপুরে যাত্রাপালা করে আসা যাত্রা শিল্পীদের নিয়ে চলা যাত্রী বোঝায় বাস। জানা গেছে এই বাসটি আজকে রাত্রেই বীরভূমের খয়রাশোলে শো করার জন্য যা ছিল আর তারই মধ্যেই হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটায় এখন যাত্রা শিল্পীরা রাস্তার মধ্যেই পড়েছে আজকে এই ঘটনায় সামনে যাওয়া একটি বুলেরো গাড়ি যার মধ্যে শ্যামসেলের একজন আধিকার কি যাচ্ছিলেন তার গাড়িটিও এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় এলাকার গ্যারেজ মেকানিক ও অন্য সকল সদস্যরা জানায় তারা বিষয়টি লক্ষ্য করেই পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনার স্থলে এসে সকল যাত্রীদের উদ্ধার করেছে এই ঘটনায় কোন যাত্রীর হতাহত হওয়ার খবর মেলেনি। তবে এই ঘটনা ঘটার পর থেকেই বাস চালক ঘটনা স্থল ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

শিলিগুড়ির রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ কুড়িয়ে পেল বিদেশি নোট

শিলিগুড়ি ঃ ডিউটি করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার পাশে পরে রয়েছে টাকা,সামনে যেতেই দেখা মিলল বিদেশি নোটের। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে নিজেদের হেফাজতে নিল শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ।

শুক্রবার এমনই বিদেশি টাকা উদ্ধার হয় বিধান মার্কেট সংলগ্ন এলাকা থেকে। এদিন প্রতিদিনের ন্যায় নিজের কর্তব্যে ব্যস্ত ছিল এ এস আই খোলিরুল মহম্মদ ও অন্যান্য ট্রাফিক পুলিশ। ।হঠাৎই এ এস আই এর নজরে পরে পাশের একটি বন্ধ চায়ের দোকানের সামনে কিছু টাকা পড়ে রয়েছে। সেখানে গেলে দেখা মেলে ২৬টি ৫০ টাকার নোট ও ৭টি হাজার টাকার নোট।তবে কোন দেশের টাকা সেটি জানা যায়নি। পরবর্তী নোট গুলি উদ্ধার করে পানিট্যাংকি ফাঁড়ি হাতে হস্তান্তর করার করেন তিনি।।।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিলেন এনজিপি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ হারিয়ে যাওয়া মোবাইল প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিলেন এনজিপি থানার পুলিশ। বিগত কয়েক মাস যাবত শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকা থেকে মোবাইল হারিয়ে যাওয়া লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় এনজিপি থানায় এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট বারোটি মোবাইল উদ্ধার করে পরবর্তীতে সূত্র ধরে প্রকৃত মালিকের খোঁজ পায় সেই মতো শুক্রবার ১২ টি মোবাইল প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন এনজেপি থানার পোশাকের পুলিশ

বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের দোকান ঘরের মালিকানার দাবিতে এবার মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছে ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি ঃ বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের দোকান ঘরের মালিকানার দাবিতে এবার মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছে ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীকে গণ চিঠি পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। শুক্রবার সকাল থেকে সেই কর্মসূচি শুরু করা হয়। সমস্ত ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি পাঠানো হবে। শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে বিকেল চারটে পর্যন্ত। জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে দোকান ঘরের মালিকানার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করে এসেছে বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের সমস্যার সুরাহা হয়নি। তাদের অভিযোগ এই মার্কেট শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের আওতায় হলেও নানা তালবাহানা করে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে ফলে এবার সরাসরি তারা মুখ্যমন্ত্রী এবং পুরো ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হতে যাচ্ছেন। যদি তাদের দাবি মানা না হয় তাহলে আগামী দিনে আরো বড় আন্দোলনে আমার হুমকি দিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতাগামী ট্রাকে রাস্তার মাঝখানে আগুন লেগেছে

শিলিগুড়ি ঃ ঘোষপুকুর ফুলবাড়ি বাইপাস রোডে নির্মলজোতে বিস্কুট বোঝাই ট্রাকে আগুন। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে যে বিস্কুট বোঝাই ট্রাকটি ফুলবাড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ঢুকে যায় এবং আগুন ধরে যায়। এর পরেই আগুন গ্রাস করে গোটা ট্রাকটিকে। এই দেখে তরীঘরী স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। পুলিশ খবর দেয় দমকলকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মাটিগাড়া ও শিলিগুড়ি ইস্টেশন থেকে দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পর আরও একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলকর্মীরা। তবে এই ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই।

বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হল একটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী লেপার্ড

আলিপুরদুয়ার ঃ বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হল একটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী লেপার্ড । বীরপাড়া থানার গোপালপুর চা বাগানে এদিন সকালে খাঁচাবন্দী হয় লেপার্ড । শুক্রবার সকালে গোপালপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে দেখতে স্থানীয়রা বনদফতরে খবর দেয় । ঘটনাস্থলে বনদফতরের জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা এসে খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে ।

এলাকায় লেপার্ডের আনাগোনার খবর পেয়ে ২ দিন আগে খাঁচা পাতে বনদপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ। শুক্রবার খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে জলদাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বেআইনি ভাবে বালি, পাথর ব্যবসার সাথে যুক্ত একশ্রেণীর বালি মাফিয়া বলে অভিযোগ

জলপাইগুড়ি ঃ বেআইনি বালি পাথরের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের।শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লক এবং রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বিএলআরও দপ্তরের অভিযান অব্যাহত। বেআইনি ভাবে বালি, পাথর ব্যবসার সাথে যুক্ত একশ্রেণীর বালি মাফিয়া বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই এই সংবাদ তুলে ধরা হতেই নড়ে চরে বসে জেলা প্রশাসন। এদিন অভিযান চালিয়ে জলপাইগুড়ি সদর এবং রাজগঞ্জ ব্লক থেকে বেশ কয়েকটি বালি, পাথরের গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে বিএলআরও। গতকালের পর ফের আজ বেআইনি ভাবে বালি, পাথর পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে ভূমি রাজস্ব দপ্তর আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লক থেকে ১০ টি গাড়িকে আটক করেছে তারা। সদর ব্লকের জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন গৌরীহাট এলাকা থেকে দুটো বেআইনি বালি ও পাথরের লরি উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সদর বিএলআরও টিম অভিযানে দুটো লরি বাজেয়াপ্ত করে কোতোয়ালি থানার হাতে তুলে দেয়। এদিন সকালে রাজগঞ্জ এলাকায় শুরু হয় একাংশের গাড়ির মালিকদের সঙ্গে বচসা। তাদের দাবি নির্দিষ্টভাবে রয়েলিটি মূল্য জানানো হচ্ছে না। ইচ্ছামত রয়েলিটি টাকা নিচ্ছে ঘাট কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ গাড়ি মালিকদের একাংশের। ঠিকমতো রয়েলটি মিলছে না বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট মূল্য না বেঁধে দেওয়ার দরুন রয়েলটি নিতে সুবিধা হচ্ছে, বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় অযথা হয় জানি স্বীকার হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গাড়ির মালিক পক্ষ। ঘটনায় বি এল আর ও রাজগঞ্জ শুভব্রত মিত্র জানান,গতকালকও বেআইনি বালি পাথর এর বিরুদ্ধে অভিযান হয়েছে। আজ সকাল থেকে অভিযান চলছে। এদিন রাজগঞ্জ ব্লকে বেআইনি ভাবে বালি পাথর নিয়ে যাওয়ার অপরাধে আটটি লড়ি ও ডাম্পার আটক করে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার স্পট ফাইন করা হয় বলে জানা যায়। এ ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

হেনরি কিসিঞ্জারের জীবনাবসান যেন এক যুগের অবসান

জামশেদপুর (অভিজিৎ রায়) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবংপ্রাক্তন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট নোবেলজয়ী হেনরি কিসিঞ্জারের জীবনাবসান যেন এক যুগের অবসান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। কার্যত মার্কিন কূটনীতির অন্যতম কিংবদন্তী হেনরি কিসিঞ্জার যদিও মতাদর্শে শেষ দিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তাঁকে বিশ্ব, মার্কিন কূটনীতির পাওয়ার হাউস হিসাবে চিনত। আমেরিকা ও বৈশ্বিক রাজনীতিতে তার গভীর প্রভাবের জন্য তিনি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিসিঞ্জার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সহ দুই আমেরিকান রাষ্ট্রপতির অধীনে কাজ করেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমাপ্তি এবং স্নায়ুযুদ্ধের উপসংহারে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একজন কূটনীতিক বা নেতা হিসাবে বিশ্ব থেকে দূরে থাকার সময়, তিনি নেতৃত্বের শৈলীগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি বই প্রস্তুত করছিলেন। আমেরিকান কূটনীতি এবং রাজনীতিতে তার প্রায় ৬০ বছরের সক্রিয়তা অনেক বিশ্ব নেতাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকব। মনে রাখবেন, চলতি বছরের জুলাই মাসে হঠাৎ করেই চীনের প্রেসিডেঃট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে বেইজিং পৌঁছেছিলেন কিসিঞ্জার। এর অর্থ, ওয়াশিংটন তার সিনিয়র নেতার মাধ্যমে চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার উপায় খুঁজছিল। চীনের শক্তি বৃদ্ধিতে কিসিঞ্জারের অবদান অনেক।

দুঃখের বিষয়, হেনরি কিসিঞ্জারের মতো একজন দক্ষ আমেরিকান নেতাকে বেশিরভাগই ভারতের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা গিয়েছে। ১৯৭০ সালে, যখন তিনি রিপাবলিকান প্রেসিডেঃট রিচার্ড নিক্সনের অধীনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তিনি পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন উদ্বাস্তুদের ঝড় ভারতের দিকে চলে আসে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন সেখানে দমনপীড়ন চালায়, তখনও তিনি ভারতের বিরুদ্ধে। তিনি শরণার্থী সমস্যার জন্য ভারতকেও দায়ী মনে করতেন বলে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে ভারত সহযোগিতা করলে তিনি আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। যাইহোক, তার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এবং পরে তিনি ভারতের প্রতি নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেন। তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হারিয়ে গেলেও পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে। এরপর পশ্চিম পাকিস্তান যেভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে, বিদ্বেষে ডুবে যেতে থাকে, তাতে কিসিঞ্জারের নীতি কিছুটা হলেও অবদান রাখে। পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে আমেরিকাপন্থী হয়ে ওঠে, কিন্তু ভারতের জোটনিরপেক্ষতা অব্যাহত থাকে। এখন বলতে দ্বিধা নেই যে সেই সময়ে সমগ্র আমেরিকান সরকার ভারতের নিরপেক্ষতায় বিরক্ত ছিল। এই কাঁটার কারণেই তিনি ভারত ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য এমন অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন যেটা একটা ক্ষুব্ধ বিড়ালের মতো করে, যা কখনো ভুলা যাবে না।

তবে ধীরে ধীরে তিনি ভারতের শক্তি এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। ভাল জীবনযাপনের কারণে তিনি দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন এবং তিনি তার কল্পনার বাইরে একটি উদীয়মান ভারত দেখেছেন, তারপরে তাঁর মুখ থেকে ভারতীয় এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীদের প্রশংসার শব্দ বের হতে শুরু করে। বিশেষত, ২০০৮ সালের পর, কিসিঞ্জার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় স্পষ্টতই ভারতের শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিশ্ব ভবিষ্যতে ভারতকে উপেক্ষা করতে পারবে না। ২৭ মে, ১৯২৩ সালে জার্মানির ফার্থে জন্মগ্রহণকারী হেইঞ্জ আলফ্রেড কিসিঞ্জার ইহুদিদের অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছিলেন। জার্মানি বংশোদ্ভূত এই কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন ১৯৭৩ সালে। ২০১৭ সালের নির্বাচনে জয় লাভের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি। ক্রাইমিয়ার উপর পুতিনের দখলকে মেনে নেয়ার পরামর্শ ছিল তার। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ২০২৩ সালে তিনি যখন তার শততম বর্ষে পদার্পণ করেন, তখন ইউক্রেন নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। রাশিয়ার আক্রমণের পর, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রেসিডেঃট জেলেনস্কির দেশকে নেটোতে যোগ দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। আজ, যখন তিনি আর নেই, তাকে সামগ্রিকভাবে দেখলে আমেরিকান শক্তির ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্বগুলি সহজেই দেখা যায়।

১১ ই ডিসেম্বর রাঁচি রাজভবনে মহা ধর্না

রাঁচি ঃ ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী বাংলাভাষীর ত্যাগের উদাহরণ,পরিস্থিতির প্রয়োজনে বঙ্গ প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহার রাজ্য এবং পুনঃ নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আনুমানিক ১ কোটি বাংলাভাষীর নিজেদের ঐতিহ্য - সংস্কৃতি - কৃষ্টি - আধুনিক সমাজ সংস্কারের অবদানকে আঁকড়ে ধরে শতাধিক বছর থেকে উগ্র আঃেদালন, সাধারণ মানুষের ক্ষয় - ক্ষতি, অসাংবিধানিক কাজকর্ম না করে শান্তিপ্রিয় ভাবে সাহিত্যচর্চা - বিনোদন - সামাজিক দায়িত্ব পালন করে জীবন - যাপন করছেন কিন্তু প্রতিবাদী না হয়ে , দাবি না জানিয়ে রাজ্যের বাংলাভাষীরা কি কি হারিয়েছে একবার জেনে নেওয়া যাক।

বাংলাভাষা শিক্ষার বই বন্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা আজো কার্যকর হয়নি।

রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী ভাষাগত সংখ্যালঘু হয়েও সংখ্যালঘু আযোগে আজও বাংলাভাষী প্রতিনিধি স্থান পায়নি।

রাজ্য জুড়ে স্থাপিত বঙ্গীয় সংস্থাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্যাকেজ নির্ধারণ হয়না।

প্রতিটি রেল স্টেশনে অতীত থেকে বাংলায় ফলক থাকা সত্ত্বেও আজ স্টেশন গুলোতে অন্যান্য ভাষা থাকলেও বাংলা মুছে দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষীদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়না।

রাজ্য স্থাপনের পর থেকে রাজ্য সরকারের দ্বারা গঠিত নিগম , বোর্ডে বাংলাভাষীরা উপেক্ষিত।

রাজ্যে বাংলা একাডেমি আজও গঠন হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে আগামী প্রজন্মকে বাংলাভাষীর পরিচয় দেওয়ার জায়গায় নিজেকে আড়াল করতে হবে কারণ অন্যান্যদের সাথে আমরাও বলি , আমরা অসংগঠিত - দুর্বল - কাপুরুষ - কাঁকড়ার জাত সহ আরো কতকিছুই। রাজ্যে নিজেদের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য , স্বগর্বে মাথা উঁচু করে বর্তমান ও নবীন প্রজন্ম জীবন নির্বাহের জন্য রাজ্যের বাংলা অধ্যুষিত জেলার (পূর্ব - পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেল্লা - খারসোয়া, রাঁচি, ধানবাদ, বোকারো, কোডারমা, গিরিডিহ, দেওঘর) বাংলাভাষীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দল - মত নির্বিশেষে শুধু বাংলাভাষার সার্থে ১১ ই ডিসেম্বর, সোমবার,সকাল ১০ঃ৩০ টায় মোরাবাদি ময়দান থেকে পদযাত্রা করে রাজ ভবনের সম্মুখে গণ অবস্থান করা হবে।

একটি দিন নিজের ব্যক্তিগত কাজ স্থগিত রেখে বাংলাভাষা - নিজের - সন্তানের জন্য সুবর্ণ ভবিষ্যতের জন্য অংশগ্রহণ করুন।

সম্পাদকীয়

জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষ তিনশ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে জার্মানিতে প্রায় এক হাজার ইহুদিবিদ্বেষমূলক ঘটনা ঘটেছে। চরম সহিংস ঘটনাও রয়েছে তার মধ্যে। ৭ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে দিনে গড়ে অন্তত ২৯টি ইহুদিবিদ্বেষী ঘটনা ঘটেছে জার্মানিতে। জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখে জার্মান সরকারের রিসার্চ অ্যান্ড ইনফর্মেশন অন অ্যান্টিসেমেটিজম (আরআইএএস) বিভাগটি। তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় মঙ্গলবারে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে দিনে গড়ে অন্তত ২৯টি ইহুদিবিদ্বেষী ঘটনা ঘটেছে জার্মানিতে। ইহুদিরা বাস করেন এমন বাসার দেওয়ালে বা রাস্তার দেওয়ালে বিদ্বেষপূর্ণ গ্রাফিটি আঁকা, এমনকি তাদের মারধর করার মতো ঘটনাও ঘটেছে এই সময়কালে।

২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় ২০২৩ সালে ইহুদিবিদ্বেষমূলক ঘটনা বেড়েছে ৩২০ শতাংশ, জানাচ্ছে এই প্রতিবেদন। আরআইএএস জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে মোট ৯৯৪টি যাচাই হওয়া ঘটনাকে খতিয়ে দেখেছে তারা। এর মধ্যে আছে তিনটি চরম সহিংসতা, ২৯টি হামলা, ৭২টি নির্দিষ্ট সম্পত্তি ধ্বংস, ৩২টি হুমকি দেওয়া, ৪টি ইহুদিবিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য চিঠি আকারে গণহারে ছড়ানো, ৮৫৪টি ক্ষতিকর আচরণের অভিযোগ। ৮৫৪টি ক্ষতিকর আচরণের মধ্যে রয়েছে ১৭৭টি ইহুদিবিদ্বেষী জমায়েতের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। ১৭ অক্টোবর গাজার আল আহলি হাসপাতালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামলা চালিয়েছে বলে গুজব ছড়ায়। এমন বিভিন্ন গুজবের ফলেও জার্মানিতে বেড়েছে ইহুদিবিদ্বেষী আচরণ, জানাচ্ছে আরআইএএস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ক্যানাডা ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলির বক্তব্য, তাদের গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, এই হামলার সাথে ইসরায়েল যুক্ত নয়। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা করলে ইসরায়েল জবাবে গাজায় সামরিক অভিযান চালায় হামাসের বিরুদ্ধে। ইসরায়েলের এই সামরিক অভিযান জার্মানিতে বহু প্রতিবাদ বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু জমায়েত থেকে ইহুদিবিদ্বেষী স্লোগান দেবার বা আচরণের খবর উঠে এসেছে। আরআইএএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেনিয়ামিন স্টাইনিটৎজ বলেন, ''ইসরায়েলের সামরিক বাহিনির কার্যকলাপের তুলনায় হামাসের প্রপাগান্ডামূলক প্রচারের বেশি প্রভাব পড়েছে জার্মানির এমন আন্দোলনের সংখ্যা ও পন্থার ওপর।'' বার্তাসংস্থা ডিপিএকে জার্মানির ইহুদি শিক্ষার্থী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হানা ফাইলার জানান যে, এমন আন্দোলনের সংখ্যা চিন্তার কারণ হলেও তাকে অবাক করছে না। তিনি বলেন, ''কীভাবে ৭ অক্টোবরের পর থেকে তরুণ ইহুদিদের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশেও ইহুদিবিদ্বেষ প্রতিদিন বিকশিত হচ্ছে, তা তারা ক্রমাগতভাবে তুলে ধরছেন।''

জানা অজানা

জার্মান প্রেসিডেন্টকে অপেক্ষায় রাখলেন কাতারের মন্ত্রী

আকাশে ঝকমকে রোদ, পাতা আছে সম্মানের লাল গালিচাও। গার্ড অফ অনারের জন্যেও সবাই প্রস্তুত। কাতারে জার্মান রাষ্ট্রদূত লোথার ফ্রাইশলাডারও উপস্থিত ছিলেন দোহা বিমানবন্দরে। শুধু একটাই সমস্যা। জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক ভাল্টার স্টাইনমায়ারকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন না কোনো কাতারি সরকারি কর্মকর্তা। নির্ধারিত সময়ের অল্প সময় আগেই বুধবার দোহায় অবতরণ করে জার্মান সামরিক বাহিনী বুন্ডেসভেয়ারের এয়ারবাস এ৩৫০ বিমানটি। গনগনে রোদে প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষা করার পর জার্মান রাষ্ট্রপ্রধানকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন কাতারের পররাষ্ট্র বিষয়ক রাষ্ট্র মন্ত্রী সুলতান আল মুরাইচাই। দেরি হওয়া সত্ত্বেও, স্টাইনমায়ার সঠিক সময়ে উড়াল দেন কাতারের ক্ষমতাসীন আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সাথে দেখা করার জন্য। স্টাইনমায়ারের সাথে একই বিমানে ছিলেন রোজালিয়া রোমানিচ। ৩০ মিনিটের এই জটিলতার ফলে তার মনে হচ্ছিল হয়তো কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। হয়তো, স্টাইনমায়ারের তিনদিনব্যাপী ইসরায়েল সফরের ফলে কিছুটা শীতল আচরণ করছে কাতার। চলমান ইসরায়েল হামাস সংঘাতের প্রেক্ষিতে কাতারের ভূমিকা জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ জটিল, কারণ কাতারেই হামাসের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাস। ফলে, অনেকেই ধারণা করেন যে বুধবারের এই ঘটনা হয়তো জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকের সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রভাব। অক্টোবরে আল থানির বার্লিন সফরের আগে জার্মান গণমাধ্য জেডডিএফকে বেয়ারবক বলেন, ''সন্ত্রাসকে এভাবে সমর্থন করা আমরা মানি না। এই সন্ত্রাসবাদকে ঠেকাতে কাতারের মত রাষ্ট্রেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে।'' বেয়ারবকের এমন মন্তব্যে কাতার কর্তৃপক্ষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া, দেশটি ইতিমধ্যে হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকায় দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল ও প্রশাসন কর্মীদের বেতন। কাতার বলছে, এমনটা তারা করেছে ইসরায়েলের অনুমোদন নিয়েই। কাতারি কর্তৃপক্ষের সাথে হামাসের হাতে বন্দি জার্মান নাগরিকদের ছাড়ানোর দিকটি আলোচনা করতেই কাতারে পৌঁছান জার্মান প্রেসিডেন্ট।

তৃণমূলের বিধায়ক, নেতাদের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভার পরের দিনই রাজ্য জুড়ে তল্লাশি কেন্দ্রীয় সংস্থার। দুর্নীতির তদন্তে তৃণমূলের নেতাদের বাড়ি তল্লাশি।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় সভা করেন। সেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া কথা শুনিয়েছেন শাহ। তার পরের দিনই সিবিআই তদন্তকারীরা ফের অভিযানে। তৃণমূলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চালাচ্ছে। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সিবিআই কর্মকর্তারা সেখানে টাকা গোনার মেশিন নিয়ে ঢুকেছেন।

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সীর স্বামী ও বিধাননগরের কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তীর দুইটি বাড়িতে তল্লাশি করছে সিবিআই। তল্লাশি করা হয়েছে, কলকতা পুরসভার কাউন্সিলার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বাড়িতে। কোচবিহারের তৃণমূল নেতা সজল সরকারের বাড়িতেও তারা তল্লাশি চালিয়েছেন।

স্কুলে শিক্ষক ও অন্যান্য পদে নিয়োগ দুর্নীতিতে একগুচ্ছ মামলা চলছে। আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সংস্থা এই দুর্নীতিতে তদন্ত চালাচ্ছে। মামলা নিষ্পত্তির জন্য সময় বেধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তদন্ত চলছে অন্যান্য দুর্নীতি মামলারও। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় শুরু হয় কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযান। কলকাতায় নজরে দুই কাউন্সিলর।

পাটুলিতে কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তর বাড়িতে তল্লাশি করে সিবিআই। তিনি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শুরু হয় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। নিয়োগ দুর্নীতিতে এক বছরের বেশি সময় কারাবন্দি পার্থ। বিধাননগর পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বাগুইআটির বাড়িতে তল্লাশি করেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা। সকাল সোয়া নটার কিছু আগে রাজারহাটে দেবরাজের বাড়িতে যান তারা। তখন দেবরাজ বাড়িতে ছিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি চলে আসেন।

পরে মেয়র পারিষদ দেবরাজকে নিয়ে তার অন্য একটি বাসভবন সল্টলেকে যান তদন্তকারীরা। তিনি শাসক দলের বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী। এর আগেও একটি মামলায় দেবরাজকে তলব করেছিল সিবিআই।

মুর্শিদাবাদে ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালায় সিবিআই। গোবিন্দপুরে তার দলীয় কার্যালয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সাবেক সভাপতি ও তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

বিধায়কের বাড়ির এক কিলোমিটার দূরে তার শিক্ষা হাব। একই চত্বরে ছয় সাতটি কলেজ রয়েছে। শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ ছাড়াও পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে হাবে। কলেজে গিয়ে নথি পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। গরু পাচার মামলায় এর আগে বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। তিনি এনআইএর প্রশ্নের মুখেও পড়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞাতে অভিযান চালান তদন্তকারীরা। ভোর ছটার কিছু পরে বহিষ্কৃত যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের 'ঘনিষ্ঠ' ঝণ্টু শেখের বাড়িতে যায় সিবিআই। ব্যবসায়ী ঝণ্টু একাধিক বিএড কলেজের সঙ্গে যুক্ত বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। কুন্তল শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতিতে দীর্ঘদিন জেলবন্দি। তদন্তকারীদের দাবি, নিযয়োগ দুর্নীতিতে যে বিপুল আর্থিক লেনদেন হয়েছে, তার তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম কুন্তল।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে দুই নম্বর ব্লকে হানা দেন আধিকারিকরা। এই ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সজল সরকারের বাড়ি যান তারা। এর কাছেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্যামল করের বাড়ি। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। কর পরিচালিত বিএড কলেজে যান তদন্তকারীরা। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় শ্যামল ও তার ভাইকে।

তৃণমূল এই অভিযানকে 'চক্রান্তের' তকমা দিয়েছে। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''এজেন্সি দিয়ে হেনস্থা করে বিজেপির লাভ হবে না। এভাবে তৃণমূলকে হারানো যাবে না। ওরা পায়ের নীচে মাটি নেই। যত অভিযান করবে, তত মানুষের মনে তৃণমূল জায়গা বাড়বে।''

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, ''রাজ্যের মানুষ চাইছেন, দ্রুত তদন্ত শেষ হোক। আমরাও তাই চাইছি। আদালত তেমনই নির্দেশ দিয়েছে। সেই অনুসারে তদন্তকারীরা কাজ করছেন। একে চক্রান্ত বলে দুর্নীতি চাপা দেয়া যাবে না।''

ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কৌঁসুলি আদালতে বলেছিলেন, নিয়োগে দুর্নীতির জাল যেভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তাতে সব স্তরের যোগ পাওয়া যাচ্ছে। পিরামিডের মতো উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিভিন্ন চক্র কাজ করেছে। নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যে এসব রহস্য তদন্তকারীরা ভেদ করতে পারবেন কি না, সেই সংশয় রয়েছে।

বাম ও কংগ্রেসের অভিযোগ, তৃণমূল ও বিজেপির গোপন বোঝাপড়ায় পিরামিডের উপরতলায় হাত বাড়াচ্ছে না সিবিআই। লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই তৎপরতা বজায় থাকবে বলে মনে করেন প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র।

তিনি বলেন, ''দেশ জুড়ে একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিজেপি বোঝাতে চাইছে, তারা ছাড়া সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। সব রাজ্যে তৎপরতা বাড়াচ্ছে সিবিআই, ইডি। কিন্তু এই কৌশল কাজে আসবে বলে মনে হয় না। ২০১৪'র ভোটে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার যতটা কাজে এসেছিল, এবার তা হওয়ার সম্ভাবনা কম।''

তবে কোটি কোটি নগদ টাকা উদ্ধার, ব্যাঙ্কে বিপুল ডিপোজিট, হঠাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধির মতো তথ্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, যা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা তার সঙ্গীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

এ বিষয়ে শুভাশিস বলেন, ''এই তথ্যগুলো বলে দিচ্ছে অনিয়ম কিছু আছে। মানুষ দুর্নীতির কথা বিশ্বাস করছে। সেটা তদন্তকারীদের বার করতে হবে। তবে শাহের সভার সঙ্গে এই অভিযানের সম্পর্ক নেই। বেশ কিছুদিন ধরে এই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।''

ভোটের ভার বহনের ক্ষমতা ভারতের অর্থনীতির আছে

গৌতম হোড়

লোকসভা ভোটে কত খরচ হয়? এককথায় জবাব হলো, হাজার হাজার কোটি। সেই ভার বহন করতে পারে ভারতের অর্থনীতি।

কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে যতদিন ছিলাম, ততদিন নির্বাচনের সঙ্গে অর্থনীতির নিবিড় সম্পর্ক প্রকটভাবে চোখের সামনে ফুটে ওঠেনি। কারণ, নির্বাচন মানে তখন ছিল দেওয়াল লেখা, পোস্টার ব্যানার, জিপে করে ঘুরে ঘুরে নির্বাচনকেন্দ্রের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘোরা। মাঝেমধ্যে প্রার্থী বা দলের নেতাদের হেঁটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ভোট দিতে বলা। তাতে খরচ খুব একটা বেশি হত না। বাম ও জনসংঘের ক্যাডার এবং কংগ্রেসের কর্মীরা ভোট এলে চেগে উঠতেন। ভাড়াটে কর্মী, বেসরকারি বিশেষজ্ঞ দল, প্রচারের দায়িত্বে থাকা কোম্পানি, ভোটবিশেষজ্ঞদের কথা তখন অজানা। খালি এটুকুই শোনা যেত, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা সব দলকেই চাঁদা দিয়ে দিতেন। ক্ষমতাসীন দল হলে বেশি। বিরোধী হলে কম।

নির্বাচনে খরচের বহরটা প্রথমে টের পেলাম দিল্লি এসে। দিল্লিতে বরাবরই দেখনদারি ও বৈভবের ছড়াছড়ি। এখানে যেমন জন্মদিন বা বিয়ে অথবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে এতটা ঢালাও খরচ হয়, তা ভাবা যায় না। যত দিন যাচ্ছে, ততই অঙ্কটা এমন লাগামছাড়া জায়গায় চলে যাচ্ছে যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। ছেলেবেলায় অনেক রচনা লিখতে হয়েছে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা নিয়ে। এখন দিল্লিতে অন্তত কেউ আর লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে বলে মনে হয় না। রাজনীতির ক্ষেত্র হলে সেটা শয়ে শয়ে কোটির আকাশ ছোঁয়।

কেমন সেই অঙ্ক? টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানাচ্ছে, বিজেপি ২০১৯-এর লোকসভা ও অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, সিকিম ও অরুণাচলের জন্য এক হাজার দুইশ কোটি টাকা খরচ করেছে বলে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে। তার মধ্যে ১৭৫ কোটি খরচ করা হয়েছে তারকা প্রচারকারীদের পিছনে, ৩২৫ কোটি মিডিয়া বিজ্ঞাপনে, ২৫ কোটি পোস্টার, ব্যানার, কাট আউটে, প্রায় ১৬ কোটি জনসভায় এবং প্রায় ২১৩ কোটির অন্য খরচ, এছাড়া আনুসাঙ্গিক খরচ আছে।

স্ক্রোল ও নিউজ১৮ ২০১৯ সালের ৪ জুন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি ২৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। আর সব দল মিলিয়ে মোট খরচ করেছে ৬০ হাজার কোটি টাকা। সিএমএসের দাবি, অভিজ্ঞতা, ধারণা ও হিসাব কষে তারা এই অংকে পৌঁছেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় সিএমএসের চেয়ারপার্সন এন ভাস্কর রাও বলেছেন, এই হারে খরচ বাড়তে থাকলে ২০২৪ সালে এক লাখ কোটি টাকা নির্বাচনে খরচ করবে রাজনৈতিক দলগুলি। এই রিপোর্টে সিএমএস সেকেন্ডারি ইনফরমেশন, ফিল্ড স্টাডিজ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখেছে, প্রতিটি ভোটারপিছু সাতশ টাকা খরচ করা হয়েছে। ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা প্রচারে খরচ হয়েছে। সিএমএসের রিপোর্ট ঠিক না ভুল সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলি এই হিসাব মানবে না। তারা নির্বাচন কমিশনে যে হিসাব দিয়েছে, সেটাই চূড়ান্ত। সেখানে বিজেপি এক হাজার দুইশ ও কংগ্রেস ৮২০ কোটির হিসাব দিয়েছে। অর্থাৎ, দুইটি প্রধান দল মিলে দুই হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। সেই অঙ্কটাই বা কম কীসের। এর পাশাপাশি বাকি রাজনৈতিক দলগুলি আছে। যে সব আঞ্চলিক বা জাতীয় দল কোনো না কোনো রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানে তারাও অঢেল খরচ করে। প্রচুর অর্থ দিয়ে ভোট বিশেষজ্ঞ বা তার সংস্থাকে নিয়োগ করে। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ঢালাও খরচ করা হয়। এমনকি ভোটের আগে গরিবদের কাছে টাকাসহ অন্য নেশার জিনিস বিলি করার অভিযোগ প্রতিবারেই ওঠে। তাই সবমিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। এই টাকা আসে কোথা থেকে? একটা সময় সিপিএম সহ বামদলগুলি চাঁদার কৌটো নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেত, রাস্তায় নেমে চাঁদা তুলত। তাতে ভোটের খরচ আসত না, তবে জনসংযোগ হত। আর এই প্রচারও করা যেত, আমরা সাধারণ মানুষের টাকায় চলি। আসলে টাকাটা তো আসে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। ২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক বন্ড থেকে নয় হাজার ২০৮ কোটি টাকা পেয়েছে। তারমধ্যে বিজেপি পেয়েছে পাঁচ হাজার ২৭০ কোটি টাকা, কংগ্রেস ৯৬৪ কোটি ও তৃণমূল ৭৬৭ কোটি টাকা। এই বন্ডে টাকা দেয়ার সময় নাম জানাতে হয় না। তাই কে বা কোন সংস্থা দিয়েছে তা জানা সম্ভব নয়।

তবে বোঝাই যায়, টাকাটা এসেছে মূলত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। তারা তো টাকাটা এমনি দেবে না। চালু কথাই আছে, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা এক টাকা দিলে তিন টাকা আদায় করে নেবে। তারা যদি টাকা আদায় করতে চায়, তাহলে কীভাবে করবে? নিন্দুকেরা বলে এই যে হঠাৎ হঠাৎ সবজি থেকে নানা ধরনের জিনিসের দাম বেড়ে যায়, এই যে প্রচুর টাকা হিসাবের বাইরে থাকে (যাকে কালো টাকা বলে আর কী), তার কারণ কী? শিল্পপতিদের যে নানাভাবে সুবিধা দেয়া হয়, তারই বা কারণ কি? এর জবাব তো একটাই, বোঝ মন যে জান সন্ধান। দল বাদ দিয়ে প্রার্থীরাও প্রচুর অর্থ খরচ করে।

এর কতটা প্রভাব অর্থনীতিতে পড়ে? বলে রাখা ভালো, অর্থনীতিও একটা বিষম বস্তু। ঘটনা হলো, যত অর্থ খরচ হয়, অর্থনীাতির পক্ষে তা মোটেই খারাপ নয়। হয়ত তা প্রডাকটিভ কাজে খরচ হচ্ছে না। কিন্তু প্রচুর মানুষ কাজ পাচ্ছেন, কর্মসংস্থান হচ্ছে, বাজারে টাকা আসছে। আর যে টাকাটা খরচ হচ্ছে, তার অধিকাংশই হলো যাকে বলে আনঅ্যাকাউন্টেড মানি। সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ সিস্টেমে চলে আসছে। ফলে ভোটযজ্ঞে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হলেও, তার জন্য ভারতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বাস্তবে হয়ও না। আর এই প্রবণতা এখন কমবেশি প্রায় সব দেশেই হয়। নির্বাচন কমিশন যে খরচটা করে তা আগে থেকেই বাজেটে বরাদ্দ করা থাকে।

এটা গণতন্ত্রের জন্য কতটা ভালো না খারাপ, সেটা অন্য প্রশ্ন, অর্থনীতির নিরিখে ভারতে ভোটখরচের একটাই বিরুপ প্রভাব আছে, ভোটের আগে বা পরে, তা হলো, কিছু জিনিসের দাম বেড়ে যায়। সেটা কাকতালীয় না তার সঙ্গে ভোটের কোনো সম্পর্ক আছে, তা পণ্ডিতরা বলতে পারবেন, আমরা আদার ব্যাপারীরা মাঝেমধ্যে একটু চাপে পড়ে যাই। এখন তো মেগার যুব। মেগা মুভি, মেগা শো, মেগা রিলিজ সবই অহরহ দেখতে পাচ্ছি। তা এত বড় দেশের মেগা ভোটে যদি কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয় এটা আর বেশি কোথায়? সম্প্রতি মোদী মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেছে, ২০২৪ থেকে পাঁচ বছর গরিবদের বিনা পয়সায় রেশন দেয়া হবে। তার জন্য পাঁচ বছরে খরচ হবে দুই লাখ কোটি টাকা। কোনো সন্দেহ নেই, গরিবদের রেশন দেয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সাধু ও প্রশংসনীয়। তার জন্য পাঁচ বছরে দুই লাখ কোটি টাকা খরচের ভার যদি বছরের পর বছর অর্থনীতি নিতে পারে, পাঁচ বছরে একবার কয়েক হাজার কোটির ভারও তা সইতে পারবে।

সাময়িকী

জার্মানিতে 'নিরামিষ' মাংস নিয়ে বিতর্ক

গোটা বিশ্বে যে ভাবে বিশাল আকারে মাংস খাবার চল দেখা যাচ্ছে, তা শরীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিবেশেরও ক্ষতি করছে। জার্মানিতে প্রকৃত মাংসের বদলে 'ভিগান' বিকল্প জনপ্রিয় করার নানা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে।

ইয়েন্স ফন লার্খার
প্রাবন্ধিক

ডানিয়েল কিস সসেজ তৈরি করেন। তবে যে সে সসেজ নয়। তাঁর সসেজে কোনো মাংস নেই, পুরোপুরি ভিগান। জার্মানির অনেক মানুষের কাছে সেটাই একটা সমস্যা। ডানিয়েল বলেন, ''আমরা বেশ কিছু কটু মন্তব্য পেয়েছি। অনেকে আমাদের দ্রুত বিনাশ কামনা করেছেন। চেয়েছেন, আমাদের গোটা কোম্পানি যেন বন্ধ হয়ে যায়, বা কেউ সেটা ধ্বংস করে দেয়।'' জার্মানি মাংসের দেশ হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এমন উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। শুকরের মাংসের নানা রূপ ও কারি সসেজ চিরায়ত পদের মধ্যে পড়ে। অনেকের ভয়, তাদের কাছ থেকে সেই সব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভিগান বিকল্প কি সত্যি জার্মান জীবনযাত্রার জন্য হুমকি হয়ে উঠছে? ড্রেসডেন শহরে 'ভেগান কসাইখানা' নজর আকর্ষণ করছে। সেখানে এমন সব বিকল্প পাওয়া যায়, যা মাংসের প্রয়োজন মেটাতে পারে। সে কারণে অনলাইনে অনেক প্রশংসার পাশাপাশি হুমকি ও গালিগালাজও শোনা গেছে। নিল্স স্টাইগার ও তাঁর সহযোগীরা কিন্তু মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করতে চান না। মাংস ছাড়াও বিকল্প খাদ্যতালিকা যে সম্ভব, শুধু সেটাই তাঁরা তুলে ধরতে চান। নিল্স বলেন, ''আমি নিজে পাঁচ বছর আগে ভিগান হয়েছি। আগে বেশি মাংস খাবার কারণে আমি পরিচিত ছিলাম। আমি বন্ধুদের সঙ্গে বারবিকিউ করতাম এবং মাংসের স্বাদ খুব উপভোগ করতাম। আমি এখনো সেই স্বাদ পছন্দ করি। শুধু মাংস ছাড়া। আমি চাই না, সে কারণে প্রাণীহত্যা হোক বা কৃষিজমি ব্যবহার করা হোক।'' জার্মানিতে মাংস খাওয়ার প্রবণতা কমেই চলেছে। ২০২২ সালে সে দেশে বছরে মাথাপিছু 'মাত্র' ৫২ কিলোগ্রাম মাংস খাওয়া হয়েছে। ১৯৮৯ সালের পর যা সবচেয়ে কম হার। কম মাংস খাওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় ১৫ শতাংশের জন্য পশুকেন্দ্রিক শিল্পক্ষেত্র দায়ী। কোম্পানির রন্ধন বিষয়ের প্রধান হিসেবে ডানিয়েল কিস মূলত ভালো রান্না করতে চান। মাংসের স্বাদ নকল করা মোটেই কঠিন নয়। তার জন্য বিশেষ মসলা রয়েছে। সঠিক টেক্সচার সৃষ্টি করাই আসল চ্যালেঞ্জ। ডানিয়েল বলেন, ''আমি যখন সবাইকে বলি গুলাশ রান্না করছি, তখন সেই পদের মধ্যে ছোটবেলায় মা বা দাদি নানির রান্নার স্বাদ কিছুটা হলেও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়। তাছাড়া সসেজ খাওয়ার সময় কার্টিলেজে কামড় দেবার মতো অনুভূতি পেতে হবে। অথবা স্টেক খাওয়ার সময়েও মাংসের মতো স্বাদ পেলে ভালো হয়।'' বার্লিনেও ২০১৭ সাল থেকে এক ভিগান মাংসের দোকান রয়েছে। সেখানেও উত্তেজনা কম নয়। মালিক পাউল পলিঙার বলেন, ''আমরা নাকি এই পেশাকে অপবিত্র ও অসম্মান করছি, এমন সব কথা শুনতে পাই।'' তবে ড্রেসডেনের 'ভিগান' মাংসের দোকানের তুলনায় তাঁদের উদ্দেশ্য আলাদা। তাঁরা মাংস ও সসেজের মৌলিক স্বাদ অনুকরণের চেষ্টা না করে একেবারে নিজস্ব স্বাদ ও পণ্যের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। পাউল বলেন, ''আমাদের কাছে স্বাদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা কিছু সৃষ্টির সময় খতিয়ে দেখি, নিজেরাই সেই স্বাদ উপভোগ করছি কি না।'' জার্মানির মতো মাংসপ্রধান দেশেও চিরায়ত সসেজের বিকল্প দেখা যাচ্ছে। একবার চেখে দেখলে ক্ষতি কী?

পাঠকের চিঠি

চতুর্থ শ্রেণিতেই কি শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা উচিত?

ইউরোপের কেন্দ্রের উন্নত দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থায় চতুর্থ শ্রেণিতেই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। এই ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কও অনেক। জার্মানিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় মূলত চতুর্থ শ্রেণি অবধি। সেই শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন। ক্লাস টিচারের দাবি, অংকে 'কিছুটা দুর্বল' সে। মাসখানেকের মধ্যে সেই দুর্বলতা কাটাতে না পারলে জার্মানিতে সবচেয়ে মেধাবীদের স্কুল হিসেবে পরিচিত 'গিমনাজিউমে' যাওয়া সহজ হবে না তার পক্ষে। বিষয়টি নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তা রয়েছে ছোট্ট শিশুটির মনে। তার পরিবারের সদস্যরাও চিন্তিত। কিন্তু বাসায় এক পরীক্ষায় দেখা গেল, চতুর্থ শ্রেণির সবচেয়ে কঠিন অংকগুলোও শিশুটি অবলীলায় করে ফেলছে! কিন্তু শ্রেণীকক্ষে সম্ভবত কোনো এক অজানা কারণে সে কিছুটা ধীর আচরণ করে এবং জানা অংকও কখনো কখনো ভুল করে বসে। শিশুটির মানসিক অস্থিরতা আমি বুঝতে পারি। সে নিজেই কয়েকবার বলেছে, এত তাড়াতাড়ি কেন আমি কোন মাধ্যমিক স্কুলে যাবো সেটা ঠিক করতে হবে। এই ব্যবস্থা ভালো না। আরেকটু সময় দিলে কী হয়! ভবিষ্যত মাধ্যমিক স্কুল নিয়ে দুশ্চিন্তা তার একার নয়। কয়েক বছর আগে এক গবেষণায় দেখা গেছে, জার্মানিতে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া অনেক শিশুই প্রচণ্ড চাপে থাকে। ভবিষ্যতে কোন স্কুলে যেতে পারবে সেই চাপে শিশুদের রাতে ঘুম হয় না ঠিকমতো, মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে। অবস্থা এমন যে অনেক শিশুর এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে হয়।জার্মানির স্কুল ব্যবস্থা অনেকটাই দেশটির ১৬টি রাজ্যের নিজস্ব নিয়মনির্ভর। তবে মোটাদাগে তিন ধরনের মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে দেশটিতে। এখানে চতুর্থ শ্রেণিতেই নির্ধারিত হয় কোন শিশু কোন স্কুলের জন্য উপযুক্ত।সবচেয়ে মেধাবীদের স্কুল হিসেবে পরিচিত 'গিমনাজিউম'। এই স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে।তারপরের ধাপের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে 'রেয়ালশ্যুলে'। সাধারণত দশম শ্রেণিতে স্কুলজীবন শেষ হয় এই শিক্ষার্থীদের।

সমর জানা, রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে গ্রেফতার হওয়া নিয়োগ অফিসার এসিএস রাকেশ দাসকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজত

পরীক্ষায় বসলেও খাতায় কিছু লিখেন নি বলে সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এসআইটি ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা নিযােগ অফিসার এসিএস রাকেশ দাসকে আদালতে হাজির করানোর পর তাকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। ফলে এবার এসআইটি তাকে জেরা করে অধিক তথ্য আরোহন করার সুযোগ পেয়েছে। তবে গ্রেফতার হওয়া এসিএস রাকেশ দাসের পিতাকেও এসআইটি জেরা করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাকেশ দাস সাংবাদিকদের বলেন তিনি পরীক্ষায় বসলেও খাতায় কিছুই লেখেন নি। ফলে তার বানান ভুল তথা অন্যান্য ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে প্রাক্তন বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা অনুযায়ী এসআইটি ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করেছে। এই তালিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে তলব করে জেরা করা ছাড়াও দুজনকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। ফলে এই কেলেঙ্কারির তদন্ত সংক্রান্তে তৎপরতা শুরু হওয়ার পরেই ৩৭ জন অফিসারের তালিকায় নাম থাকা নিযােগ অফিসার এসিএস রাকেশ দাস পলাতক হিসেবে থেকে আত্মগোপন করেছিলেন। মূলত বুধবার রাতে গুয়াহাটি মহানগরের ছয়মাইলের বনগাঁও থেকে এই এসিএস অফিসারকে

গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এসআইটি। গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য গত কয়েকদিন থেকে একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে পলাতক হিসেবে ছিলেন তিনি। তবে অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর এসিএস রাকেশ দাসকে বশিষ্ঠ থানায় রেখে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করেছে এসআইটি।

গতকাল গ্রেফতার হওয়া গোলাঘাটে নিযােগ অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকা এসিএস রাকেশ দাসকে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালত তাকে সাত দিনের এসআইটি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে রাকেশ দাসের পিতার সঙ্গে তৎকালীন এপিএসসির অধ্যক্ষ রাকেশ পালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর সুবাদে টাকার লেনদেনের মাধ্যমে তার সরকারি চাকরি হয়েছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। ফলে এবার রাকেশ দাসের পিতাকেও জেরা করতে চলেছে এসআইটি। গ্রেপ্তার হওয়ার তাকে এদিন আদালতে হাজির করানোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসিএস রাকেশ দাস বলেন তিনি পরীক্ষার খাতায় কিছুই লিখেন নি। তবে পরীক্ষা দিতে তিনি বসেছিলেন। যেহেতু তিনি খাতায় কিছু লেখেননি ফলে তার কোনো ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন রাকেশ দাস।

ইতিমধ্যে এসআইটি হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে সাত ঘণ্টার থেকে বেশি সময় ধরে জেরা করে মুক্তি দিয়েছে। তাছাড়া এর আগে যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। অন্যদিকে এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ইতিমধ্যে ২৫ জন এপিএস এবং এসিএস অফিসারকে তলব করেছে এসআইটি। একই সঙ্গে অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ ইতিমধ্যে এসআইটির তদন্তের সন্তোষ প্রকাশ করে আগামী তিন চার মাসের মধ্যে এপিএসসি কেলেঙ্কারির চার্জশিট অর্থাৎ অভিযোগনামা দাখিল করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে পরবর্তীকাল এই কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্তকারী সংস্থাটি অধিক তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ডিব্রুগড়ে আয়োজিত দুই দিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই বৈঠকে অনুপস্থিত সাংসদ গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ, এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না হওয়ার ফলে দুইজন অসন্তুষ্ট বলে দলটির দাবি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ফের তৎপরতা শুরু বিরোধী ঐক্য মঞ্চের। মূলত ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠনের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করেছে। এরই মধ্যে গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন হোটেলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের নেতাদের বেশ কয়েকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকগুলোতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশেষে বৃহস্পতিবার থেকে ডিব্রুগড়ের এইচ এম রিসোর্টে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ দুই দিনের বৈঠক তথা অভিবর্তন শুরু হয়। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই বৈঠকে অনুপস্থিত রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ। এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না হওয়ার ফলে এই দুইজন সাংসদ অসন্তুষ্ট বলে দলটির বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া মন্তব্য করেছেন।

প্রসঙ্গত মহানগরের অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের শেষ বৈঠকে ডিব্রু করে ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক তথা অবিবর্তন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র এই বৈঠক অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নয় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মহা অভিযোগ নামা এবং বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ঘোষণা পত্রের খসড়া নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিরোধী পক্ষের নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরাকে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হোসেন এবং রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়াকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে খসড়া অভিযোগনামা প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ডিব্রুগড়ে আয়োজিত বিরোধী এক মঞ্চের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা বলেন তাকে দেওয়া দায়িত্ব অনুসারে ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে ঐক্য মঞ্চের বিভিন্ন সদস্য নেতারা দুই একটি নতুন বিষয় সংযোজন করতে বলেছেন। ফলে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। একইভাবে রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মহা অভিযোগনামার খসড়া প্রস্তুত করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন এবং রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই অভিযোগনামার ক্ষেত্রেও নতুন বিষয় সংযোজন করার জন্য প্রস্তাব এসেছে। ফল এই বিষয়ে দু'দিনের বৈঠকে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের নেতারা একত্রিত হয়ে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন।

বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ঘোষণাপত্র এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রস্তুত করার পাশাপাশি অন্য একটি প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন ২০১৬ সালে বিজেপি সরকার গঠন করার আগে একটি ১০ বছর সময়ের ঘোষণাপত্র উন্মোচন করেছিল। এই ঘোষণা পত্রকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী সর্বানন্দ সোনোয়াল অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন। সেই ঘোষণা পত্রে শাসক দলটি ১০ বছরের জন্য নানা লক্ষ্য ধার্য করে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এক্ষেত্রে সর্বাধিক তৎপর ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। দশ বছরের জন্য প্রতিশ্রুতি পত্র প্রকাশ করার পর বিজেপি সরকার গঠনের প্রায় সাত আট বছর সময় কেটে গেছে। কিন্তু শাসকদলের বহু ঘোষণা বর্তমান প্রতিশ্রুতি হিসেবে রয়েছে। বিজেপি প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ এই বিষয়গুলো তুলে ধরে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ এবার এক্ষেত্রে তালিকা প্রস্তুত করে সেটা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করতে চলেছে। বর্তমান অব্যাহত থাকা বিরুদ্ধে বৈঠকে এই প্রতিবেদন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

এদিকে ডিব্রুগড় অনুষ্ঠিত বিরোধী কমান্ডের দুই দিনের বৈঠক তথা অভিবর্তন শুরু হলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখানে অনুপস্থিত রয়েছেন সাংসদ গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শাসক পক্ষ বিজেপি বিরোধী ঐক্য মঞ্চের কটাক্ষ করেছে। বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করা কংগ্রেসের মধ্যেই এক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে বলে বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুল মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের বৈঠকে অংশগ্রহণ না করার মূল কারণ এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না হওয়া বলে মন্তব্য করেছেন দলটির বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। তিনি বলেন কংগ্রেসের দুই সাংসদ সাধারণ মানুষের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না হওয়ার ফলে কংগ্রেসের ব্যাপক ক্ষতি হবে সেটা অনুমান করতে পেরেছেন দুজনেই। ফলে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেননি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

টুকরো খবর

ড০ বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ৩৫৭৭০ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে লাল নীল রঙের স্কুটি তুলে দিয়ে লাইসেন্স সহ সেটা চালানোর পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

প্রজ্ঞান ভারতী প্রকল্পের অধীনে স্নাতকে নাম ভর্তি করা ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার জন্য ১০০০ টাকা এবং হোস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীদের ম্যাচ ডিউ বাবদ আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বর্তমান যুগে লেখাপড়া সঠিকভাবে না করলেও সন্তানরা মাধ্যমিক পরীক্ষার পরেই বাইক কিনে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের কাছে চাপ সৃষ্টি করা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় অভিভাবককে নানা ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে অনেকটা ইমোশোনাল ব্ল্যাকমেইলিং করার কায়দায় বাইক আদায় করে নিতে তৎপর হয়ে উঠে সন্তানরা। তবে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল প্রদর্শন করা ছাত্রছাত্রীদের স্কুটি তুলে দিয়েছে অসম সরকার। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া ৫৫৭০ জন ছাত্র এবং ৭০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ৩০২০০ জন ছাত্রী মোট ৩৫৭৭০ জনকে ড০ বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার হিসেবে স্কুটি এবং প্রশংসা পত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ছাত্রদের নীল রঙের এবং ছাত্রীদের লাল রঙের স্কুটি সমঝে দিয়ে তিনি বলেন কোনো ছাত্রছাত্রী যেন লাইসেন্স ছাড়া এই স্কুটি না চালায়। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় করবে বলে জানান তিনি। ড০ বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত পশু চিকিৎসালয় ময়দানে আযােজন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের বসার স্থানের মধ্যে চলে যান। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা ছাড়াও তাদের সঙ্গে সেলফি উঠা এবং হাস্যকৌতুক করেছেন তিনি। এরপর মঞ্চে উঠে এসে তিনি বলেন সরকার একটি মেধার সমাজ গড়ে তুলতে চাইছে। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রায় ৯০০০০ সরকারি চাকরির প্রদান করেছে। এই সরকারি চাকরি সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মেধার উপর ভিত্তি করেই রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ৩৫৭৭০ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্কুটি তুলে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অনুরোধ করছেন তারা যেন নিজের কক্ষপথ থেকে সরে না যায়। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় বয়সটি এমন একটি সময় যেখানে ছাত্রছাত্রীরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। এই বয়সের জন্য ছাত্রছাত্রীরা সেই সময়ে পিতৃমাতৃ থেকে কিছুটা স্বাধীন হয়ে এক একজন ভবিষ্যতের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার এই সময়ে অর্থাৎ ১৭, ১৮ কিংবা ১৯ বছরে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে আসার অজস্র উদাহরণ সমাজে রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল প্রদর্শন করেও কখনো কখনো ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কক্ষের থেকে সরে যাওয়ার নজির রয়েছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতের জীবন কষ্টকর হয়ে ওঠে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা জীবনের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রাণ সঞ্চয় হওয়ার পরেও নিজের কক্ষ থেকে যেন সরে না যায়। যারা নিজেদের জীবন ইতিবাচক হবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তপস্যা বজায় রাখতে পারে তারাই জীবনে সফলতা পায়, সমাজে তারকার মতো জ্বলে উঠতে পারে। ফলে ড০ বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা যেন নিজেদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে না যায়, লক্ষ্য থেকে দূরে সরে না যায়। কক্ষ এবং লক্ষ্য থেকে দূরে সরে না গেলে জীবন সর্বদা প্রাপ্তির আনন্দে উপচে থাকবে। কিন্তু কক্ষ এবং লক্ষ্য থেকে দূরে ছিটকে গেলে জীবন আনন্দের পরিবর্তে বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের ড০ বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার হিসাবে স্কুটি বিতরণ করার পাশাপাশি একই মঞ্চ থেকে সরকারের প্রজ্ঞান ভারতী প্রকল্পের বিষয় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান প্রজ্ঞান ভারতী প্রকল্পের অধীনে স্নাতক পাঠক্রমে নাম ভর্তি করা ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার জন্য ১০০০ টাকা দেওয়া হবে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের নিজের নাম এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার সরকারের কাছে দাখিল করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া এই প্রকল্পের অধীনে স্নাতক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মহাবিদ্যালয়ের হোস্টেলে আশ্রয় নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের ম্যাচ ডিউ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ফলে বর্তমান মহাবিদ্যালয় অধ্যয়নরত হোস্টেলে আশ্রয় নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের নাম এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার হোস্টেল সুপ্রিট্যান্ডনের কাছে জমা দিতে হবে। সেটা অবশেষে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষর হাতে জমা পরবে। সেই তালিকার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংকের একাউন্টে সরকারের আর্থিক সাহায্য সরাসরি জমা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে পরবর্তীকালে সরকারের আর্থিক স্থিতি আরো শক্তিশালী হলে ব্যক্তিগত পিজিতে থাকা ছাত্রছাত্রীদেরও এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মৃত স্বর্ণ ব্যাবসায়ী এর শ্যুট আউট এর ঘটনায় আলাদা ভাবে তদন্তে তিন সদস্যের CID এর টীম

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ গত দুদিন আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার জিঞ্জাদা এলাকায় বাজারে সমীর পড়িয়া নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী কে জাতীয় সড়কে শ্যুট আউট এর ঘটনা কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই একদিকে যেমন এলাকায় শোকের ছায়া, অন্যদিকে ক্ষোভ এ ফুঁসছে গোটা এলাকার মানুষজন।

শুধু এই একবার ই নয়,এর আগেও তিনবার সমীর পড়িয়া এর ওপর আক্রমন করা হয় দুবার দোকানে আর একবার বাড়ির সামনের রাস্তায়। তবে চথুর্ত বারে দুষ্কৃতীদের আক্রমনে এবার ঘটল শেষ পরিণতি মৃত্যু। মৃত সমীর পড়িয়া এর স্ত্রী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি জানিয়েছেন প্রায় নগদ ও সোনা মিলিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ্ টাকা লুঠ হয়েছে। সেই অভিযোগ এর ভিত্তিতে কোলাঘাট থানা যেমন তদন্ত শুরু করেছে , তেমনি আজ দুপুর নাগাদ শুট আউট স্তলে CID এর দল পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। জানা গিয়েছে,এই দল প্রথমে কোলাঘাট থানায় আসেন, সেখান থেকে যান যেখানে তাকে স্বর্ণ ব্যাবসায়ীকে শ্যুট আউট করা হয়েছিল। সেখানে তথ্য সংগ্রহ করার পর মৃত সমীর পড়িয়া সোনার দোকানের সামনে ও যায় এই দল ।তারপর সমস্ত রকম তথ্য সংগ্রহ করার পর , ফিরেজান। তবে এই তদন্তের বিষয়ে CID দল কিছুই বলতে চাইনি।উল্লেখ্য ,যে জায়গায় সমীর পড়িয়া কে শ্যুট আউট করা হয় , সেখানে একটি হোটেল রয়েছে,সেই হোটেলে এর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।তবে ওই দিন বাইক নিয়ে তিনজন দুস্কৃতি এই ঘটনায় যুক্ত বোলে প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের। তবে পরিবার এর লোকজন এই ঘটনার পিছনে কোনো ব্যক্তিগত শত্রু আছে বলে মনে করেন। জানা গিয়েছে, সমীর বাবু প্রথমে বাইরে সোনা কাজ করতেন।২৫ বছর ওই এলাকার দোকান।ব্যবসাও রমরমা।সেই কারণে এই শত্রুতা বলে মনে করছে পরিবারের লোকজন। উল্লেখ্য পরিবারের মধ্যে সেই শোকের ছায়া আজ্ও সমান। সমীর বাবুর স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।মেয়েটি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। আগামীকাল থেকে তার ফাইনাল পরীক্ষা।মন খারাপের মধ্যে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। বারবার মনে হচ্ছে বাবার কথা।সে জানিয়েছে, বাবা থাকলে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যেত,সেই অভাব আজ বড্ড বেশি মনে পড়ছে।

রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে কাএর সমর্থনে রয়েছে বিজেপি, তবে চূড়ান্ত বাস্তব সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্ট নেবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অসমের সীমান্তে বর্তমান চড়াই পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, এক্সিট পোল নিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া জানাতে নেই

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে ফের একবার উত্তাল অসম। মূলত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজ্য মন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রার পর স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে কা আইন সংক্রান্তে মন্তব্য করার পর রাজ্যজুড়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিজেপি কার সমর্থনে রয়েছে। মূলত রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে এই আইনের সমর্থনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি কিংবা বিজেপি রয়েছে। তবে এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে বহু আবেদন জানানো হয়েছে। ফলে এবার কা সংক্রান্তে চূড়ান্ত বাস্তব সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্ট নেবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে এক্সিট পোল সংক্রান্তেও মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কা আইনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করতে চলেছে বলে ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজ্য মন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রা। তবে তার এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন দল সংগঠন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অসমে এই আইন বলবৎ করা হলে ফের একবার তীব্র আঃেদালন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেছেন বিরোধী পক্ষ এবং বিভিন্ন দল সংগঠনের নেতারা। তবে এরপরেই স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই বিষয়ে মন্তব্য চলে এসেছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বলেছেন অসমে বিজেপি সরকার থাকার জন্য অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া বিজেপি সরকার সারা দেশজুড়ে কা আইন বলবৎ করবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই মন্তব্যের পরেই ফের একবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। উজান অসমের শিবসাগরে বিভিন্ন দল সংগঠন এর প্রতিবাদে মিছিলের মাধ্যমে কা আইনের বিরোধিতা করেছে। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিজের প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কা আইনের বৈধতা নিয়ে আসু থেকে শুরু করে বিভিন্ন দল সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে মামলা দায়ের করেছে। ফলে এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট অতিশীঘ্রই এই বিষয়ে শুনানি গ্রহণ করে এক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত দেবে এটাও তিনি চাইছেন। ফলে যেহেতু উচ্চতর আদালতে এই মামলাটি বিচারাধীন হয়ে রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের রায়ের জন্য প্রত্যেককে অপেক্ষা করা উচিত। এই সংক্রান্তে তৎকালীন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার কোনো প্রযােজনীয়তা নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন সেটার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রত্যেকের এটা জানা রয়েছে যে বিজেপি কার সমর্থনে রয়েছে। এটা কোনো লুকিয়ে থাকা বিষয় নয়। তাছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধুমাত্র একবার বলেননি বহুবার বলেছেন। তিনি স্বয়ং অনেকবার বলেছেন। ফলে কার ক্ষেত্রে বিজেপির যে সমর্থন রয়েছে সেটা সর্বজনবিধিত। গত পাঁচ বছরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয় নিয়ে ১৫ বার বলেছেন। তিনি রাজ্যে মোট ৫০ বার একই বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এরপরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এই আইন সংক্রান্তে একদিকে যেভাবে আসুর বিরোধিতা রয়েছে অন্যদিকে বিজেপির সমর্থন রয়েছে। কিন্তু এর বিবেচনা সুপ্রিম কোর্টে হবে। কারণ আজ যদি তিনি কার সমর্থনে বলেন এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট এটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তাহলে এখানে তার কি করণীয় থাকবে। ফলে ক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক দর্শন পৃথক। কিন্তু বাস্তব সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্ট দেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে অসমের সীমান্তে একটি চড়াই পাখি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। এই সীমান্ত দিয়ে যেই প্রবেশ করবে তাকেই ধরা হয়। এক্ষেত্রে কোনো রক্ষা নেই। অসমের সীমান্ত সম্পূর্ণ সিল করা রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিকে ভারতের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক্সিট পোল সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন এই বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা প্রতিক্রিয়া দিতে চান না। কারণ এক্সিট পোল সত্য হতে পারে আবার মিথ্যা বলেও প্রমাণিত হতে পারে। ফলে এক্ষেত্রে তিনি তিন ডিসেম্বর প্রতিক্রিয়া দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। এক্সিট পোলের উপর তার প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত নয়। তবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর মন্তব্য করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রতিটি রাজ্যের নিজে নিজের নির্বাচনের ধারা থাকে। ফলে কি ফলাফল প্রকাশ পেতে চলেছে সেটা দেখে নিতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভারত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের স্টেডিয়ামে বিদ্যুৎ নেই, বিল বকেয়া ৪ কোটি টাকা

রায়পুর ঃ রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়ামে সিরিজের চতুর্থ টি টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচ শুরুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগপর্যন্ত স্টেডিয়ামের একটি অংশে বিদ্যুৎ নেই। ভারতের এনডিটিভি জানিয়েছে, ২০০৯ সালের পর থেকে এই স্টেডিয়ামের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয়নি। স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের বিদ্যুৎ বিল জমেছে ৩ কোটি ১৬ লাখ ভারতীয় রুপি। ছত্তিশগড় রাজ্যের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়াম চালু হয় ২০০৮ সালে। গত ১৫ বছরে মাত্র একটিই আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানে, সেটি এ বছরের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে।

এনডিটিভি জানিয়েছে, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় পাঁচ বছর আগেই স্টেডিয়ামের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাতের ম্যাচ আয়োজন করতে জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। আজ ভারত অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টি টোয়েন্টিতেও ফ্লাডলাইটের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছে ছত্তিশগড় স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এ ছাড়া দর্শক গ্যালারি ও বক্সের জন্য সাময়িকভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১৮ সালে একটি হাফম্যারাথনের সময় অ্যাথলেটরা বিদ্যুতের জন্য হইচই করলে স্টেডিয়ামের সংযোগ বিচ্ছিন্নের ব্যাপারটি সামনে আসে। চালুর পরের বছর থেকে বিদ্যুৎ বিল না দেওয়ায় তত দিনেই তিন কোটির বেশি রুপি বকেয়া পড়ে। স্টেডিয়ামটির নির্মাণ শেষে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছিল গণপূর্ত বিভাগকে। অন্যান্য ব্যয়ের দায়িত্ব পালন করার কথা ক্রীড়া বিভাগের। বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের জন্য দুই পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করে আসছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কোম্পানি থেকে গণপূর্ত ও ক্রীড়া বিভাগকে বকেয়া পরিশোধে একাধিক নোটিশ দিলেও কেউ সাড়া দেয়নি।

'ইতিহাসের খলনায়ক' কিসিঞ্জারের ফুটবলপ্রেম

কলকাতা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সময়ে মার্কিন কূটনীতির প্রতীক হেনরি কিসিঞ্জার মারা গেছেন। কম্বোডিয়া ও লাওসে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সম্প্রসারণ, চিলি ও আর্জেন্টিনায় সামরিক অভ্যুত্থানে সমর্থন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক নৃশংসতার বিষয়ে চোখ বন্ধ রাখার অভিযোগ রয়েছে কিসিঞ্জারের বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ তাঁকে আলাদা করে মনেও রেখেছে। তবে সেই কিসিঞ্জার কিন্তু ফুটবলপ্রেমী ছিলেন। জার্মান ফুটবলে এখন দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব ঘয়তার ফুর্থের সমর্থক ছিলেন তিনি। শৈশবে লুকিয়ে মাঠে যেতেন ক্লাবটির খেলা দেখতে। ১০০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করা এই সমর্থককে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তাঁর শৈশবের দিনগুলো স্মরণ করেছে ঘয়তার ফুর্থ। জার্মানির বাভারিয়া অঞ্চলের শহর ফুর্থে ১৯২৩ সালে জন্ম কিসিঞ্জারের। সেখানকার এই ক্লাবেরই সমর্থক ছিলেন তিনি। ১৯৩৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার আগে ঘয়তার ফুর্থের সমর্থক হয়ে যান কিসিঞ্জার। তাঁর মৃত্যুতে ক্লাবটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া এক শোকবার্তায় বলা হয়, 'সম্মানিত সদস্যের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তিনি ইহুদি পরিবারে বড় হয়েছেন ও একজন সম্মানিত অধ্যাপক এর সন্তান ছিলেন।' কিসিঞ্জারকে নিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'তাঁর বাবার ফুটবলে আগ্রহ কম ছিল। শুরুতে তিনি (কিসিঞ্জার) লুকিয়ে মাঠে আসতেন।' বড় হয়ে ওঠার পর কিসিঞ্জার লুকিয়ে মাঠে যাওয়া নিয়ে একবার বলেছিলেন, 'সব সময়ই বয়সে বড় কাউকে পেয়ে যেতাম, যিনি আমার হাত ধরে (স্টেডিয়ামের) ভেতরে নিয়ে যেতেন।' মজার ব্যাপার, সব সময় স্টেডিয়ামে একই আসনে বসতেন কিসিঞ্জার। যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ায় ক্লাবটির খবর সেভাবে রাখতে না পারলেও প্রয়াত এই কূটনীতিবিদ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে জার্মান দূতাবাসে যেতেন। প্রিয় ক্লাবের খোঁজখবর নিতেন দূতাবাসে। বুন্দেসলিগার অফিশিয়াল সাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ২০১০ সালে একবার ঘয়তার ফুর্থ ক্লাবে গিয়ে মাঠে নেমেছিলেন কিসিঞ্জার। মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এটা আমার রনহফ (ঘয়তারের স্টেডিয়ামের নাম)!' কিসিঞ্জার ছোট থাকতে গত শতাব্দীর শুরুতে জার্মান ফুটবলে রাজত্ব করেছে ঘয়তার। ১৯২৯ সালে জার্মান লিগ জয়ের পাশাপাশি সেই সময় আঞ্চলিক বিভিন্ন ট্রফিও জিতেছে ক্লাবটি। যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার আগে ঘয়তারের সবুজ ও সাদা রঙের জার্সিও পরতেন কিসিঞ্জার। সেসব দিন স্মরণ করেই ক্লাবটির বিবৃতিতে বলা হয়, 'ঘয়তার ফুর্থ তার অন্যতম অনুগত সমর্থক এবং সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফুটবল সমর্থককে হারাল। ক্লাব এই সম্মানিত সদস্যকে সম্মান জানাবে যিনি ১৯৯৮ সাল থেকে ফুর্থেরও নাগরিক।' গুঞ্জন আছে, পেলেকে যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া ফুটবলে খেলতে রাজি করিয়েছিলেন একসময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা কিসিঞ্জার। ১৯৯৪ বিশ্বকাপ আয়োজন এবং স্নায়ুযুদ্ধের সময় কিংবদন্তি দাবাড়ু ববি ফিশারের সঙ্গে অন্যান্য খ্যাতিমান দাবাড়ুদের ম্যাচ আয়োজনেও মধ্যস্থতা করেছেন তিনি। জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ ১৯৮৯ সালেই কিসিঞ্জারকে ক্লাবের সম্মানিত সদস্য বানিয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বায়ার্নের সভাপতি হাবার্ট হেইনার বলেছেন, 'তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি শান্তির পক্ষে কাজ করেছেন...এমন কিংবদন্তি রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তিত্বকে পেয়ে গর্বিত বায়ার্ন পরিবার। তাঁর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি সহমর্মিতা রইল।' আর্জেন্টিনায় সর্বশেষ সামরিক শাসনের সময় দেশটিতে গিয়েছিলেন কিসিঞ্জার। তখন দেশটিতে ভিদেলার শাসন চলছে। ১৯৭৮ বিশ্বকাপ চলাকালীন দেশটিতে গিয়ে ভিদেলাকে সমর্থনের পাশাপাশি পরামর্শও দিয়েছিলেন কিসিঞ্জার। সেই বিশ্বকাপে পেরুর বিপক্ষে কঠিন এক সমীকরণে পড়েছিল আর্জেন্টিনা। দিনের আগের ম্যাচে পোল্যান্ডকে ব্রাজিল ৩-১ গোলে হারানোয় ফাইনালে উঠতে পেরুর বিপক্ষে অন্তত চার গোলে জিততে হতো স্বাগতিক আর্জেন্টিনাকে। ম্যাচ শুরুর আগে কিসিঞ্জারকে নিয়ে পেরুর ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার সামরিক শাসক ভিদেলা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে, কিসিঞ্জার ও ভিদেলার ড্রেসিংরুমে আসা পেরুর খেলোয়াড়েরা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি। সে ম্যাচে ৬-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের ইতিহাসে ম্যাচটি অন্যতম বিতর্কিত হয়ে আছে। ম্যাচের আগে ভিদেলা সরকার পেরুর সঙ্গে কোনো রফা করেছিল বলেও কথিত আছে।

তবে সে ম্যাচের আগে যা ঘটেছিল, সেটি চমকপ্রদ। পেরুর সে দলটির অধিনায়ক হেক্টর চুম্পিতাজ গার্ডিয়ানকে বলেছেন, 'মনে হয়েছিল তাঁরা শুধু অভিবাদন জানাতেই (ড্রেসিংরুমে) এসেছেন। তাঁরা এটাও বলেছিলেন, ম্যাচটা যেন ভালো হয়। কারণ, আর্জেন্টিনার মানুষ আশা করে আছে। তিনি সৌভাগ্যও কামনা করেছিলেন আমাদের। আমরা একটু অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, তাহলে ওনাদের তো আমাদের এখানে না এসে আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে যাওয়ার কথা! ঘটনা কী? তাঁরা আমাদের সৌভাগ্য কামনা করলেন কেন? এতে অবাক হয়েছিল সবাই।' কিসিঞ্জারের অফিস থেকে পরে বলা হয়েছিল, এ ঘটনার কোনো স্মৃতি তাঁর 'মনে নেই'। সে বিশ্বকাপের দুই বছর আগে ১৯৭৬ সালে রোডেশিয়ার (বর্তমানে জিম্বাবুয়ে) রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন কিসিঞ্জার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব টনি ক্রসল্যান্ড। তিনি আবার গ্রিমসবি ক্লাবের ভক্ত ছিলেন। বর্তমানে ইংল্যান্ডের চতুর্থ স্তরে খেলা এই ক্লাবের ম্যাচ দেখতে ক্রসল্যান্ডের সঙ্গে গিয়েছিলেন কিসিঞ্জার। ৮ মাস পর ক্রসল্যান্ড তাঁকে চেলসি ও উলভসের মধ্যে ৩-৩ গোলে ড্র ম্যাচ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েও চেলসির ড্রেসিংরুমে ঢুঁ মেরেছিলেন কিসিঞ্জার। চেলসির তখনকার স্ট্রাইকার স্টিভ ফিনস্টোন সে ঘটনা স্মরণ করে গার্ডিয়ানকে বলেছেন, 'তিনি বলেছিলেন ফুটবল ভালোবাসি। খেলোয়াড়েরাও মাথা নেড়ে ঠিক আছেসম্মতি দিয়েছিল। তবে এটাও বলেছিল, এই গবেটটা কে? (ড্রেসিংরুমে) তেমন সম্মান তিনি পাননি।' ১৯৬৯ সালে কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হওয়ার পর তাঁর সোমবারের অফিশিয়াল প্রতিবেদনে ঘয়তার ফুর্থের ম্যাচের ফল যোগ করে দেওয়া হতো। শুধু কী তাই, কিসিঞ্জার নিজেও একসময় ফুটবল খেলতেন। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, শুরু করেছিলেন গোলকিপার হিসেবে। তবে হাতের হাড় ভেঙে ফেলার পরে ইনসাইডফরোয়ার্ড হিসেবে খেলেন। কিন্তু জার্মানিতে নাৎসিরা ইহুদিদের ওপর বর্বর অত্যাচার শুরুর পর পরিবারের সঙ্গে কিসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসায় তাঁর ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নেরও ইতি ঘটে। তবে ফুটবলকে কূটনীতিতে ভালোই ব্যবহার করেছেন। ১৯৭৩ মস্কো সম্মেলনে রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলের জেনারেল সেক্রেটারি লিওনিদ ব্রেজনেভের সঙ্গে ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার গারিঞ্চার ব্যাপারে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন কিসিঞ্জার। আর স্ট্যানলি রউসকে সরিয়ে ১৯৭৪ সালে হোয়াও হ্যাভেলাঞ্জকে ফিফা সভাপতি বানানোতেও তাঁর হাত রয়েছে বলে মনে করা হয়। পরের বছর পেলেকে নিউইয়র্ক কসমসে নিয়ে আসাতেও কলকাঠি নেড়েছিলেন কিসিঞ্জার। বলা হয়, পেলেকে নিয়ে আসা ছিল যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ।

পাকিস্তানের নির্বাচক প্যানেলে এবার আকমল আনজুমের সঙ্গে বাট

লাহৌর ঃ প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজের পরামর্শক সদস্য হিসেবে কামরান আকমল, রাও ইফতিখার আনজুম ও সালমান বাটকে নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আকমল ও আনজুম এর আগে বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করলেও স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে লম্বা সময় নিষিদ্ধ ও কারাভোগ করা সালমানের নিয়োগ এসেছে বিস্ময় হয়েই। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানিয়েছে, তিনজনের নিয়োগ এখন থেকেই কার্যকর হবে। তাঁদের প্রথম কাজ হবে আগামী মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজের দল নির্বাচন। দল নির্বাচনের কাজে সম্পৃক্ত না থাকা অবস্থায় এ তিনজন স্কিল ক্যাম্প পরিচালনার বাড়তি দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানিয়েছে পিসিবি।

পাকিস্তানের হয়ে ১৫ বছরের ক্যারিয়ারে ৫৩টি টেস্ট, ১৫৭টি ওয়ানডে ও ৫৮টি টি টোয়েন্টি খেলা কামরান এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপর পিসিবির জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পাশাপাশি আট সদস্যের আরেকটি নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কামরান, যে কমিটির দায়িত্ব ছিল জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অনূর্ধ্ব ১৩, অনূর্ধ্ব ১৬ ও অনূর্ধ্ব ১৯ দলের নির্বাচনের ট্রায়াল পরিচালনা করা।

অন্যদিকে ১টি টেস্ট, ৬২টি ওয়ানডে ও ২টি টি টোয়েন্টি খেলা আনজুম গত বছরের শেষ দিকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাচক শহীদ আফ্রিদি ও নির্বাচক আব্দুল রাজ্জাকের সঙ্গে কমিটিতে ছিলেন। তবে বাট এবারই প্রথম পিসিবির অফিসে আনুষ্ঠানিক কোনো দায়িত্ব নিলেন। ২০১০ সালে স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া তখনকার পাকিস্তান অধিনায়ক নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি কারাগারেও গিয়েছিলেন। ৩৩টি টেস্ট, ৭৮টি ওয়ানডে ও ২৪টি টি টোয়েন্টি খেলা এ ব্যাটসম্যান নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরলেও জাতীয় দলে আর খেলেননি। অবশ্য ২০২০ সালে পিসিবি তাঁকে ধারাভাষ্যের দায়িত্ব দেয়।

এর আগে নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করা কামরানও একসময় ম্যাচ ফিক্সিংকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন। ২০১০ সালে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরপরই আইসিসি তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছিল, যে ঘটনা ছিল স্পট ফিক্সিংকাণ্ডে পাকিস্তান ক্রিকেট টালমাটাল হয়ে পড়ার আগেই। যদিও পরে তাঁকে পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলার যোগ্য ঘোষণা করা হয়। অবশ্য ২০১০ সালে বাটের সঙ্গে মোহাম্মদ আসিফ ও মোহাম্মদ আমিরের ওই স্পট ফিক্সিংকাণ্ডের টেস্টের পর সে সংস্করণে আর খেলেননি কামরান।

কামরান ও বাট যাঁকে দল নির্বাচনে সহায়তা করবেন, সেই রিয়াজকেও ২০১০ সালে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। লর্ডসের ওই টেস্টের পরপরই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যদিও কখনোই তাঁর বিপক্ষে কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়নি।

কামরান, আনজুম ও বাটের নিয়োগ পিসিবিতে বিশাল পরিবর্তনযজ্ঞের সর্বশেষ সংযোজন। স্বার্থের সংঘাতসংক্রান্ত অভিযোগ ওঠার পর ইনজামামউলহক সরে যাওয়াতে রিয়াজকে প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর সঙ্গে টিম ডিরেক্টর হিসেবে মোহাম্মদ হাফিজকে নিয়োগ দেওয়া হয়, যিনি অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের প্রধান কোচের দায়িত্বও পালন করবেন।

১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু টেস্ট সিরিজ খেলতে এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে দেশ ছেড়েছে পাকিস্তান দল।

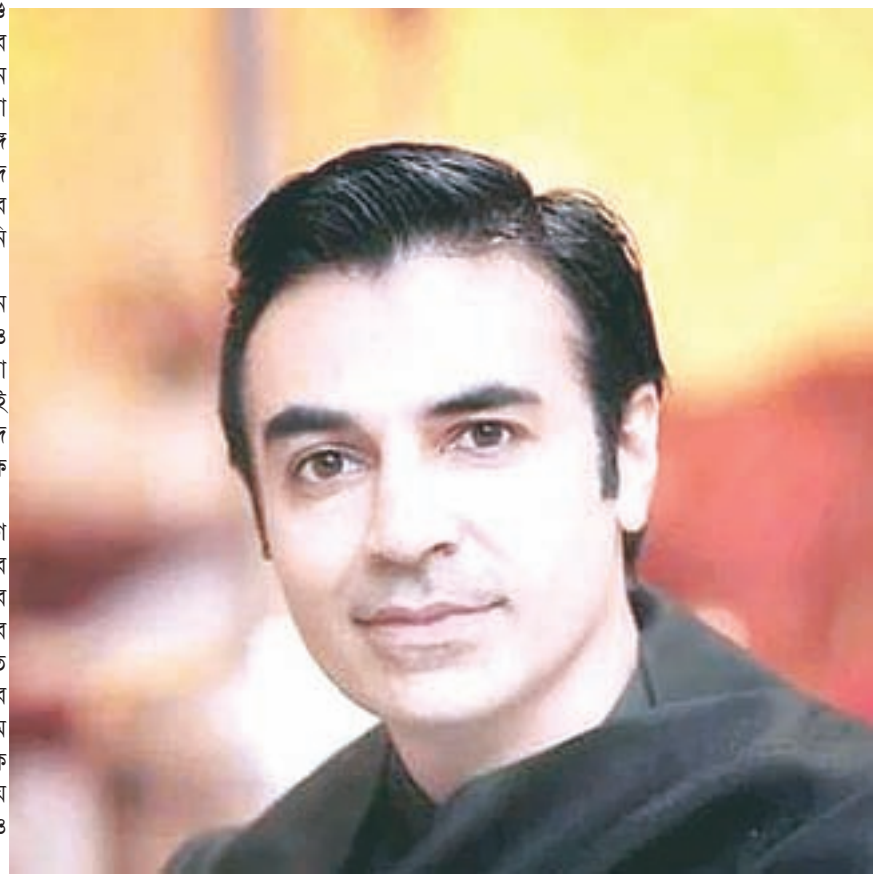

চীনে শিশুদের নিউমোনিয়া বাড়ছে কেন? এ রোগের লক্ষণ কী?

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ বছর চারেক আগে চীন থেকে শুরু হওয়া কোভিড সংক্রমণের ঘটনা ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে আক্রান্ত হন। এই মুহূর্তে সেখানকার উত্তরাঞ্চলের শিশুদের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্প্রতি চীনের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে বিপুল সংখ্যক অসুস্থ শিশু চিকিৎসার জন্য এসেছে বলেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে। শিশুদের মধ্যে এই শ্বাসকষ্টজনিত রোগের কারণ হিসেবে চীনে কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া ও শীতের মওসুম এই দুটি বিষয় উঠে এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, চীনে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থদের সংখ্যা কোভিডের মতো মারাত্মক নয় এবং সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে কোন 'নতুন বা অস্বাভাবিক' রোগজীবাণুও পাওয়া যায়নি।

কোভিড বিধি পালনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে বেইজিংএ শিশুদের ফ্লুজাতীয় রোগের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২২শে নভেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে চীনের কাছে এ বিষয়ে আরও তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে মাস্ক পড়া এবং টিকা নেওয়ার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে আরও তথ্য চেয়ে পাঠনোর পর, চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের (এনএইচসি) কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সিনহুয়ার নিবন্ধে বলা হয়েছে, শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের রোগ নির্ধারণ ও যত্নের দিকে গভীর মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। পরে ২৩শে নভেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক বিবৃতিতে জানায়, চীন কোনো 'অস্বাভাবিক বা নতুন রোগজীবাণু' শনাক্ত করতে পারেনি এবং দেশটির উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা 'একাধিক রোগজীবাণুর' কারণে হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, গত তিন বছরের তুলনায় অক্টোবর থেকে চীনের উত্তরাঞ্চলে 'ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ বেড়েছে'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং চীনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মারিয়া ভ্যান করখভ বলেছেন, চীনে দুই বছরের কোভিড সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার কারণে শিশুরা এই ধরনের রোগজীবাণু থেকে দূরে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক অবস্থাকে আমরা প্রাক মহামারী পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করতে বলেছি এবং এখন যে ঢেউ দেখা যাচ্ছে তা ২০১৮১৯ সালের মতো ব্যাপক নয়।

চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের মুখপাত্র মি ফেং রবিবার জানিয়েছেন, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর কারণে, যার মধ্যে প্রধান হল ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুর উপস্থিতি ।

এই রোগ কি সংক্রামক?

চিকিৎসকদের মতে, এটি একটি সংক্রামক বা সংক্রামক রোগ। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত রোগগুলি সংক্রামক। কাশি, হাঁচি ও কথা বলার মাধ্যমে এই রোগের ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের লক্ষ্ণৌয়ের কিং জর্জ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পালমোনারি এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের প্রধান বেদ প্রকাশ বলছেন, কোভিডের সময় বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার পর চীনে এটাই প্রথম শীত, তাই সেখানকার মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকবে।

একই সঙ্গে তিনি বলছেন, চীনে নতুন কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াল প্যাথোজেন পাওয়া যায়নি।

মাইকোপ্লাজমা, এএসভি কী?

চিকিৎসকদের মতে, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সবই মাইক্রোস্কোপিক প্যাথোজেন বা প্যাথোজেন যা থেকে এই জাতীয় রোগ ছড়ায়। চিকিৎসক বেদ প্রকাশ ব্যাখ্যা করেছেন যে মাইকোপ্লাজমা একটি ব্যাকটিরিয়াল

জীবাণু এবং এটি বেশিরভাগ শিশুদের আক্রমণ করে। চিকিৎসকরা বলছেন, এটি গলা এবং শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করে, যা থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে। রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস বা আরএসভি এক ধরণের ভাইরাস।

দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস এর পালমোনারি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিনের প্রধান অনন্ত মোহনের মতে, এই ভাইরাসটি 'আপার রেসপিরাটরি', নাক এবং গলাকে প্রভাবিত করে। এটি সর্দি, কাশি এবং জ্বরেরও কারণ। মাইকোপ্লাজমা এএসভি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা খুব সাধারণ রোগ, যা খুব গুরুতর না হলে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে সেরেও যায়।

এর লক্ষণগুলো কী ?

চিকিৎসকদের মতে এর বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে যা আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ বলেই মনে হয়, যেমন গলা ব্যথা, কাশি, হাঁচি, শ্বাসকষ্ট, জ্বর।

চিকিৎসকদের মতে, এটি কখনো কখনো আপনা আপনিই ভালো হয়ে যায়। অনেক সময় অ্যালার্জির ওষুধও দেওয়া হয়, কিন্তু নিউমোনিয়ার রূপ নিলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।

সতর্ক রয়েছে ভারত

চীন ভারতের প্রতিবেশী দেশ। এই অবস্থায় ভারত সরকারও এই রোগ প্রতিরোধে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সম্প্রতি শ্বাসযন্ত্রের রোগ মোকাবেলার উপায় এবং তার জন্য প্রস্তুতির বিষয়ে একটি বিশদ বৈঠক করেছে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্য সচিব সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছে এবং জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিকে এই বিষয়ে প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, হাসপাতালে ফ্লুর ওষুধ ও ভ্যাকসিন, মেডিকেল অক্সিজেন, অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টেস্টিং কিট, অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে হবে। একই সঙ্গে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে 'কোভিড ১৯ এ সংশোধিত নজরদারি কৌশল' সংক্রান্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশিকা এই বছরের শুরুতে জারি করা হয়েছিল যাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস (আইএলআই) বা ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুস্থতা এবং সিভিয়র অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফকশন্স (এসএআরআই) বা শ্বাসযন্ত্রের গভীর অসুস্থতা পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস এর (এআইআইএমএস) পালমোনারি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিনের প্রধান ড. অনন্ত মোহন বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চীন থেকে যে সব তথ্য পেয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে কাশি ও সর্দিকাশিতে থাকা সাধারণ জীবাণুগুলো সেখানে রয়েছে। তিনি বলেন, এই ধরনের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ছে, তবে এটি কোনও নতুন জীবাণু নয়।

কোভিডের সাথে সংযোগ আছে?

চিকিৎসক অনন্ত মোহন বলছেন যে চীনে ছড়িয়ে পড়া ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে কোভিডকে যোগ করা কঠিন। তাঁর মতে, হতে পারে, যাদের করোনা হয়নি তাঁদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি। অন্য তত্ত্ব এটাও হতে পারে, করোনার অ্যান্টিবডি ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্যান্য ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারে না। ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য ভ্যাকসিনও পাওয়া যায় (যে বিষয়ে সম্পর্কে নির্দেশিকাও রয়েছে) যেটি নেওয়া যেতে পারে। তবে ভ্যাকসিনটি নিলেই যে রক্ষা পাওয়া যাবে তেমনটা যে নয় এবং রোগ থেকে বাঁচতে সর্বদা সুরক্ষা নিতে হবে, সে বিষয়েও ডাঃ অনন্ত মোহন জোর দিয়েছেন।

একই সঙ্গে চিকিৎসক বেদ প্রকাশ অন্য একটি কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, এমন অনেক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আছেন, যাঁরা টিকা নেননি এবং এমনও অনেকে আছেন, যাঁদের কোভিড হয়নি। একই সঙ্গে যাঁরা পরিবর্তিত আবহাওয়ার সরাসরি সান্নিধ্যে, অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্যান্য ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসেননি তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়নি। কম প্রভাবশালী ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াও তাঁদের আক্রান্ত করেতে পারে, বলেন বেদ প্রকাশ। ছোট বাচ্চাদের জন্য ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়নি, তাই তাদের জন্য ঝুঁকি বেশি। একইভাবে, প্রাপ্তবয়স্কদেরও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা টিকা নেননি বা কোভিড হয়নি। একই সঙ্গে গর্ভবতী মহিলা এবং যাদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এর মতো প্রোগ রয়েছে, তাঁদের এই জাতীয় সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

দূষণের প্রভাব কতটা?

চিকিৎসকদের মতে, আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশের সরাসরি প্রভাব পড়ে শরীরের ফুসফুস এবং শ্বাসযন্ত্রে। তাদের সংক্রমণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হয় এবং কখনো কখনোও পরিবেশের সঙ্গে খাপও খাইয়ে নিয়ে হয়।

যতক্ষণ শরীর আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকে যেমন শীতের কথা বলে গেলে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণ করে। এতে অ্যালার্জি, নিউমোনিয়াও হয়।

একই সঙ্গে বেশি মাত্রায় দূষণ হলে পিএম ২.৫ বা পিএম ১০ কণা শরীরের গভীরে যেতে পারে, যা পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে।

নিজেকে কীভাবে রক্ষা করবেন?

কোভিড এর সময় প্রচার করা হয়েছিল 'দুই গজ দূরত্ব রাখুন এবং মাস্ক পরা দরকার', ঠিক তেমনই চিকিৎসকরাও ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে বাঁচারও পরামর্শ দেন। চিকিৎসকরা বলছেন, গত কয়েক দশকে হৃদরোগ, স্ট্রোক বা ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগের খবর পাওয়া গেলেও গত পাঁচ বছরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের ঝুঁকি বেশ বেড়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে আগামী বছরগুলোতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ বড় আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সরকার পদক্ষেপ নিলেও এ বিষয়ে নজরদারি, প্রতিরোধ কৌশল, জনবল ও বিশেষ সুযোগসুবিধার বিষয়ে জোর দেওয়ার পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে হবে।

টুকরো খবর

ছট পুজোর পরও নদীর ঘাটে ময়লার স্তূপ

জলপাইগুড়ি ঃ ছট পুজা পেরিয়ে গেলেও এখনো আবর্জনায় ভর্তি রয়েছে ছট পুজার ঘাট । গত ১৯ ও ২০ নভেম্বর ছিল ছট পুজা। কিন্তু পুজো পেরিয়ে গেলেও এখনো পরিস্কার করা হয়নি, ছট পুজার ঘাট । হলদিবাড়ি শহরে রয়েছে তিনটি ঘাট । তার মধ্যে একটি হলদিবাড়ির বাঁশ কালী বাড়ির ছট ঘাট । প্রায়শই ভয়ে থাকে আবর্জনায়। যদিও ছট পুজার আগে ঘাট গুলি পরিস্কার করা হয়েছিল । কিন্তু পুজোর পর আর পরিস্কার করা হয়নি । আবর্জনায় ভর্তি হয়ে রয়েছে । এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, বেশিরভাগ সময়ই আবর্জনায় ভর্তি হয়ে থাকে কালীবাড়ির পুকুরটি । যার ফলে অনেক দুর্গন্ধ ছাড়ার মশার উপদ্রব বাড়ে বলে অভিযোগ । এবিষয়ে হলদিবাড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,পুরসভার বেশিরভাগ সাফাই কর্মী অসুস্থ। মাত্র কয়েকজন সাফাই কর্মী দিয়ে কাজকর্ম চলছে। ২৩ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি জানান।

সল্টলেকে আয়ুর্বেদিক স্পা তে, মহিলা কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। স্পায়ের ভেতর থেকে মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। বিধান নগর উত্তর থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ দেয়। গ্রেফতার স্পায়ের মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঃ বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বাসিন্দা মাধবী মন্ডল, সল্টলেকের এ ডি ব্লকের একটি আয়ুর্বেদিক স্পাতে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকালেও নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সল্টলেকের স্পা তে কাজে যোগ দেন মহিলা। অভিযোগ দুপুরবেলায় ওই মহিলার স্বামীকে পায়ের মালিক ফোন করে জানায়, তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাড়াতাড়ি তাকে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে আসতে বলেন। খবর পেয়ে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে আসেন মাধবী মন্ডলের স্বামী। মুরারী মন্ডল। হাসপাতাল থেকে তিনি জানতে পারেন স্ত্রী মারা গেছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়, আয়ুর্বেদিক ওই পায়ের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় তার স্ত্রীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। এরপরই তার স্বামী বিধান নগর উত্তর থানায় স্পায়ের মালিক হালদারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করে। তার দাবি, রজত হালদার তা স্ত্রীকে নানা ভাবে মানসিক নির্যাতন করতো। মৃতের স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে রজত হালদার কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অনাথ শিশুদের সঙ্গে পাত পেড়ে খেলেন সিভি আনন্দ বোস

কলকাতাঃ রাজ্যপাল পদে বর্ষপূর্তির দিনে বৃদ্ধাশ্রম ও অনাথ শিশুদের সঙ্গে পাত পেড়ে খেলেন সিভি আনন্দ বোস। সব মিলিয়ে রাজ্যপাল সহ ৭০ জন নিরামিষ মধ্যাহ্ন ভোজন সারলেন তাঁরা। সকালে মাদকমুক্ত বাংলার বার্তা দিতে সাইকেল র‍্যালির সূচনা করেছিলেন। সন্ধ্যায় রাজভবনের নেতাজি পটিকোতে ফাংশনের আযোজন করা হয়েছে।

ডাবলু বি নিউ এসএসসি এসএলএসটি এবং গ্রুপ বি এবং সি একটা মঞ্চের গঙ্ক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল

কলকাতা ঃ দীর্ঘ ৭ বছর ধরে বন্ধ শিক্ষক নিযোগ অবিলম্বে চালু করতে হবে এবং সেই সাথে এসএসসি এবং এস এল এস টি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় কে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিবছর শিক্ষক নিযোগ পরীক্ষা নিতে হবে রাজ্যের ১০ লক্ষ বিএড পাস পরীক্ষা প্রার্থীদের স্বচ্ছ ভাবে নিযোগ করতে হবে রাজ্য সরকারকে ইতিমধ্যে অনেকেরই চাকরির বয়স বেরিয়ে গেছে তাদের বিশেষভাবে ছাড় দিতে হবে নিযোগের ক্ষেত্রে মেধা তালিকা কে ভিত্তি করে স্বচ্ছ নিযোগের দাবিতে আজ এই বিক্ষোভ মিছিল

প্রেমে প্রত্যাখ্যান! পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ছাত্রী গলায় ছুরির কোপ! গ্রেপ্তার যুবক

গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ প্রেমে প্রত্যাখ্যান! তাই মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলে ঢুকে ছাত্রীর গলায় ছুরি চালালো। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার অন্তর্গত রসকুণ্ডু হাইস্কুলের। মেয়েকে বাঁচাতে গেলে, রেহাল মেলেনি বাবার। আহত হয়েছে ওই ছাত্রীর বাবাও। তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে গরবেতা হাসপাতালে। আহত ছাত্রীর নাম শম্পা মন্ডল, ১৬ বছর বয়স। অভিযুক্ত ছেলের নাম গোবিন্দ বিশ্বাস ২১ বছর বয়স। তার বাড়ি গোয়ালতোড় থানার অন্তর্গত খড়কাটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গড়বেতা থানা পুলিশ। ঘটনার পরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকেরা। তার স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্কুলে ইংলিশ পরীক্ষা ছিল আজ। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে এই ঘটনা ঘটনায়, চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্কুল চত্তরে। ইতিমধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে। পুলিশকে ঘটনার লিখিত অভিযোগ দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। গড়বেতা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, আগুনে পুড়ে ছারখার গোডাউন সহ কারখানা, লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি বলে ধারণা শ্রমিকদের

নদীয়া ঃ ভোররাতে একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় গোটা কারখানা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমকলের দুটি ইঞ্জিন, এরপর ভোররাত থেকে সকাল হয়ে যায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে। যদিও লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি বলে দাবি শ্রমিকদের। ঘটনাটি এদিন নদীয়ার শান্তিপুর শহরের এক নম্বর ওয়ার্ড পাওয়ার হাউস সংলগ্ন বিবাদীনগর এলাকার। জানা যায় ওই প্লাস্টিক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা রাতে কারখানার গোডাউনে তালা মেরে চলে যান, ভোররাতে খবর পান তাদের গোডাউন সহ কারখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। যদিও আগুনের তীব্রতা অতিরিক্ত ছড়িয়ে পড়ায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায় গোটা কারখানা সহ একটি গোডাউন, এছাড়াও বেশ কয়েকটি জীবন্ত গাছ পুরোপুরি পুরে যায়। স্থানীয়দের দাবি, আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল আশেপাশের বাড়ি ঘরেও আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখে একপ্রকার আতঙ্কেই ছিল স্থানীয়রা। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অগ্নি নির্বাপন দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন, এরপর প্রায় তিন ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কর্মরত শ্রমিকদের দাবি, ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তবে এই ভয়াবহ আগুন কিভাবে লাগলো তা অজানা দমকল আধিকারিক থেকে শুরু করে কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের কাছে। অন্যদিকে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তদন্তে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

প্রতিযোগিতার প্রায় সবকটি পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে আকাশ পাল

চন্দননগর ঃ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিরাচরিত সোলা দিয়ে তৈরি তাকের সাজে মাতৃ প্রতিমাকে সাজানো হয়। বিশাল প্রতিমার পেছনে চালচিত্রে এই ডাকের সাজ সত্যিই অসাধারণ। একটি প্রতিমার ডাকের সাজ করতে সময় লাগে আকাশের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৪ জন শিল্পী নিরন্তন খেটে এই অসাধারণ সোলার কাজগুলি তৈরি করেছেন। এই বছর ডাকের সাজে বিভিন্ন সিম উঠে এসেছে চন্দননগরে। অসাধারণ সেই থিম গুলি মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছে। বেশ কিছু সংস্থা চন্দননগরের মাতৃ প্রতিমার সাজের ওপর প্রতিযোগিতা করে। এই বছর সেই প্রতিযোগিতার প্রায় সবকটি পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে আকাশ পাল। এই মুহূর্তে আকাশের সামনে অন্য কোন প্রতিযোগী হয়তো সেভাবে নেই, কিন্তু আকাশের প্রতিযোগিতা তার নিজের সঙ্গেই। পরের বছর এর থেকেও আরো ভালো করতে হবে এই চিন্তা ২৮ বছরের আকাশের মাথায়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
02:12:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

হেলমেট ও মুখোশ পরে গ্রামউপজেলায় বিএনপি নেতাদের বাড়িতে হামলা, ত্রাস সৃষ্টি

ঢাকা ঃ সারাদেশে পালিয়ে বেড়ানো বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্ক ও উদ্বেগ কাজ করছে আক্রান্ত পরিবারগুলোর মধ্যে। অথচ গত একমাসে সংঘটিত এসব হামলার ঘটনায় কোনো বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত, মামলা কিংবা কাউকে আটক করা যায়নি। রাতের আধাঁরে মুখোশ কিংবা হেলমেট পরে এসব হামলার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করতে পারছে না পুলিশ। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বেশ কিছু বাড়িতে হামলার অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে বিবিসি। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, আক্রান্ত বাড়ির বিএনপি নেতাকর্মীরা সবাই হয়তো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নয়তো কারাগারে রয়েছে। এসব এলাকায় রাতে দলবেধে ককটেল হামলা ও ভাঙচুর চালানোর কারণে বিএনপির নেতাকর্মীদের পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে। সীতাকুণ্ডের কুমিরা ইউনিয়নের যুবদল সভাপতি মো. আলমগীরের বাড়িতে হামলা হয়েছে গত ১৯শে নভেম্বর। বাড়িতে তিন সন্তান নিয়ে বসবাস করেন তার স্ত্রী মরিয়ম বেগম। তিনি বিবিসি বাংলাকে জানান, গভীর রাতে মুখোশধারী লোকজন তাদের বাড়িতে আক্রমণ করে।

যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গাজায় আবার ইসরায়েলি হামলা শুরু

গাজা (এজেন্সী) ঃ যুদ্ধবিরতির শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ তুলে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবার শুরু করেছে ইসরায়েল। এর অংশ হিসেবে বিস্ফোরণ এবং গুলির শব্দ শোনা গেছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সাত দিন স্থায়ী হয় এবং এসময় হামাসের হাতে বন্দী ১১০ জন জিম্মিকে মুক্তি দেয়া হয়। একই সাথে ইসরায়েলে বন্দী ২৪০ জন ফিলিস্তিনিকেও মুক্তি দেয়া হয়।

বিবিসি জানতে পেরেছে যে, যুদ্ধ শুরু হলেও মধ্যস্থতাকারীরা দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে কাজ করে যাচ্ছেন।

গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় হামাস। সে হামলায় ১২০০ জন নিহত হয় এবং আরো ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারপর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ১৪,৮০০ মানুষ নিহত হয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ছয় হাজার শিশু।

মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইসরায়েলকে বলেছেন, তারা যাতে বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণ রক্ষায় 'আরো কার্যকরী পদক্ষেপ' নেয়।

হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সাময়িক অস্ত্রবিরতি শেষ হওয়ার পর থেকে প্রথম দুই ঘণ্টায় ১৪ জন নিহত হয়েছে।

টেলিগ্রামে দেয়া এক পোস্টে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ইসরায়েলি বিমান হামলায় আরো কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে।

পরে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তিন ঘণ্টায় ৩২ জন নিহত হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী বলেছে, হামাসের 'শক্ত ঘাঁটিতে আঘাত করার জন্যই' অভিযান আবারো শুরু হয়েছে।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিটার লার্নার বলেন, সংঘাতের শুরু থেকেই আইডিএফ এর উদ্দেশ্য একই রয়েছে আর তা হচ্ছে সব জিম্মিকে মুক্ত করা এবং 'হামাসকে ধ্বংস' করা।

তারা কোথায় কোথায় হামলা চালাচ্ছে এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, অভিযানের স্বার্থে তিনি এর সরাসরি উত্তর দিতে পারবেন না। তবে তিনি বলেন, আইডিএফ আইনের মধ্য থেকেই অভিযান পরিচালনা করছে।

তিনি আরো বলেন, সব নারী ও শিশুকে মুক্তি দেয়ার বিষয়ে হামাস তাদের কথা রাখেনি, তাদের করা চুক্তি মানেনি।

বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলা

বিবিসির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদদাতা হুগো বাচেগা জানান, ইসরায়েলি বাহিনী সামরিক অভিযান শুরু করেছে এবং তারা অভিযোগ করেছে যে, হামাস সাময়িক যুদ্ধ বিরতির শর্ত ভঙ্গ করেছে।

অস্ত্রবিরতি শেষ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে সাইরেন বাজার আওয়াজ শোনা যায়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করে তারা গাজা থেকে ছোড়া একটি রকেটকে প্রতিহত করেছে।

হামাস পরিচালিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বেশ কয়েকটি এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

যুদ্ধবিরতির মধ্যে গাজায় থাকা শতাধিক জিম্মিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরপরও আরো ১৪০ জন জিম্মি আটক রয়েছে।

ওই এলাকায় আবারো যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে মানবিক সংকট আরো বেশি তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ ওই এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজার নতুন মানচিত্র তৈরি করেছে যেখানে এই গাজাকে কয়েকশ এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। তারা বলছে, ভবিষ্যতে গাজার বাসিন্দাদের যুদ্ধ এড়াতে এই মানচিত্র তাদের সহায়তা করবে।

বিভিন্ন এলাকাকে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে অনলাইনে মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলছে, বেসামরিক নাগরিকদের যুদ্ধের পরিবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুতে সহায়তা করতে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে।

আইডিএফ বলছে, এই মানচিত্রটি শনাক্ত যোগ্য এলাকায় ভাগ করা হয়েছে যাতে প্রয়োজন হলে বাসিন্দারা নির্দিষ্ট এলাকা থেকে তাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে।

ইসরায়েল সামরিক বাহিনী গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসের বাসিন্দাদের তাদের নিরাপত্তার জন্য আরো দক্ষিণে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে লিফলেট ফেলেছে বলে জানা যাচ্ছে।

লিফলেটের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে খান ইউনিসকে একটি বিপদজনক সামরিক এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে, শহরের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দারা যাতে পাশের রাফাহ এলাকায় থাকা আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে সরে যায়। রাফাহ মিশরের সীমান্তের কাছে অবস্থিত।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই একই ধরনের লিফলেট গাজার অন্য এলাকাগুলোতেও দেখা গেছে। আইডিএফ দাবি করছে, গাজা উপত্যকায় বেসামরিক বাসিন্দাদের ক্ষতি এড়াতেই অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে একটি এটি।

বিবিসির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন যিনি জেরুসালেম থেকে প্রতিবেদন করছেন তিনি বলেন, আজ সকালে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যুদ্ধ আবার শুরু হয়ে গেছে। কাতারের রাজধানী দোহায় যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখার জন্য মধ্যস্থতাকারীরা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই এ যুদ্ধ আবার শুরু হলো।

গাজার দক্ষিণাঞ্চলে বিমান হামলা চলছে এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন খুব পরিষ্কারভাবে জনসমক্ষে ইসরায়েলকে বলেছেন, নিজের প্রতিরক্ষার অধিকার ইসরায়েলের রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থনও করে যাবে, কিন্তু ইসরায়েলকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনেই তা করতে হবে।

ব্লিঙ্কেনের বার্তা স্পষ্ট আর তা হচ্ছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে যে পরিমাণ মানুষ নিহত হয়েছে নতুন অভিযানে যাতে এতো বেশি পরিমাণ হতাহত না হয় তা ইসরায়েলকে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে খুব সুনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, মানুষের যাওয়ার জন্য নিরাপদ অঞ্চল নির্ধারণ করতে হবে তাদের।

কিন্তু বিভিন্ন সংঘাতের সময় এ ধরনের নিরাপদ অঞ্চল নিয়ে অভিজ্ঞতা মোটেই ভালো নয়। অনেকেই বসনিয়া, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধের সময় নিরাপদ অঞ্চলের কথা স্মরণ করতে পারবেন যেগুলো আসলে মোটেই নিরাপদ ছিল না।

অস্ত্রবিরতির শেষ ঘণ্টায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, হামাস আরো জিম্মিকে মুক্তি দিতে রাজি হয়নি। এটা যুদ্ধবিরতির শর্তের লঙ্ঘন।

নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে জানানো হয়, শর্ত অনুযায়ী, হামাস সব নারী জিম্মিকে মুক্তি দেয়নি এবং আজ সকালে তারা ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ইসরায়েল তাদের লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে অটল থাকবে। আর তা হচ্ছে সব জিম্মির মুক্তি, হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা এবং গাজা যাতে ভবিষ্যতে ইসরায়েলের কোনও বাসিন্দার জন্য হুমকি হতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর সেখানকার কিছু ছবি বিবিসির হাতে এসেছে।

সাতদিনের সাময়িক অস্ত্রবিরতি শেষ হয়েছে। কিন্তু গাজায় থাকা বিবিসির সাংবাদিক রুশদি আবু আলুফ এর আগে জানান, ফিলিস্তিনি এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, মধ্যস্থতাকারীরা দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আজানে মাইক ব্যবহার বন্ধে গুজরাট হাইকোর্টে মামলা, বিচারপতিরা জানালেন দাবি মানা সম্ভব নয়

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য মসজিদে ভোরের আজানে মাইকের ব্যবহার আদালতের নির্দেশে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি গুজরাট হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলায় দাবি করা হয়, আজানে মাইকের ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দিক আদালত। এরফলে শব্দ যন্ত্রণা হয়। বিশেষভাবে ক্ষতি হয় বয়স্ক ও শিশুদের।

এই জনস্বার্থ মামলায় গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুনীতা অগ্রবাল এবং বিচারপতি অনিরুদ্ধ মাহি প্রশ্ন তুলেছেন, শব্দযন্ত্রণা, শব্দ দূষণ কি শুধু মসজিদের মাইক, এমনকী খালি গলায় আজান দিলেই হয়? হিন্দুদের মন্দিরগুলিতে যে ভোর রাত থেকে নাম সংকীর্তন হয় তাতে শব্দসমস্যা হয় না?

গুজরাট হাইকোর্ট আরও বলেছে, আজানের মাইক দিনে কয়েক দফায় মিনিট দশেক সময় বাজে। সেখানে নাম সংকীর্তন দীর্ঘ সময় ধরে চলে। তাহলে শব্দযন্ত্রণা, শব্দদূষণের কারণে কেন শুধু মসজিদের মাইক খোলার দাবি তোলা হচ্ছে? কেন ভোরের খালি গলার আজানও নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হচ্ছে? আদালত বলে, দীর্ঘদিন ধরে আজান ব্যবস্থা চালু আছে। হঠাৎ করে আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করতে যাবে কেন?

এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা বজরং দলের নেতা শক্তি সিংহ ঝালা। তিনি দাবি করেন, আজানের মাইকের শব্দে আশপাশের মানুষ, বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুদের সমস্যা হয়। জবাবে দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলাকারীর উদ্দেশে বলে, আপনি কি জোর দিয়ে দাবি করতে পারেন যে মন্দিরের গানবাজনার শব্দ শুধুমাত্র মন্দির পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে?

দুই বিচারপতি বলেন, আমাদের কাছে কোনও বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট নেই যাতে বলা হয়েছে, আজানের মাইকের শব্দ কারও অসুস্থতার কারণ হয়েছে। বিচারপতিরা বলেন, শব্দ দূষণ মাপার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। মামলাকারী বিজ্ঞানের উপর ভরসা না রেখে স্রেফ আজানে মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবি পেশ করেছেন। এমন দাবি মানা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২০২২ সালে মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে আজানে মাইকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরব হয়েছিল একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। সরকারি নির্দেশে দুই রাজ্যেই বহু মসজিদ কর্তৃপক্ষ মাইক খুলে নেন। অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশ সরকার মন্দির, মসজিদ নির্বিশেষে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র মন্দির বা মসজিদ পরিসরের মধ্যে অল্প শব্দ মাত্রার একটি মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে উত্তর প্রদেশ সরকার।

উত্তর কোরিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন কিমের বোন

হ্যানয় (এজেন্সী) ঃ বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের ক্ষমতাধর বোন কূটনৈতিক যোগাযোগে আসার যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং উত্তর কোরিয়ার সাম্প্রতিক গুপ্তচর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা জানানোর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আরও উৎক্ষেপণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই সপ্তাহের শুরুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকে একটি বেপরোয়া, বেআইনি পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। এটি তার প্রতিবেশীদের জন্য হুমকিস্বরূপ। কিন্তু তিনি কোনো পূর্বশর্ত ব্যতিরেকে যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপের প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, উত্তর কোরিয়া সংলাপের সময় এবং বিষয়বস্তু বেছে নিতে পারে। কিমের বোন ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিম ইয়ো জং যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আরও স্যাটেলাইট ও অন্যান্য অস্ত্র উৎক্ষেপণের হুমকি দিয়েছেন। কিম ইয়ো জং বলেছেন, গত সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অনুসারীদের গ্যাংস্টারের মতো দাবিতে ডাকা হয়েছিল। তিনি বলেন, উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করার আগে কেন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অস্ত্রগুলো ঘন ঘন দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দরে উপস্থিত হচ্ছে তা থমাস-গ্রিনফিল্ডকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি দৃশ্যত উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বৃদ্ধির জন্য পূর্ববর্তী যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিমান বহনকারী পারমাণবিক চালিত সাবমেরিনের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। এই বছরের শুরুর দিকে দুটি ব্যর্থ উৎক্ষেপণ প্রচেষ্টার পর উত্তর কোরিয়া গত সপ্তাহে তার প্রথম সামরিক উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপনের দাবি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট সামরিকভাবে অর্থপূর্ণ হাই রেজোলিউশনের ছবি তৈরি করতে পারে কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনো সন্দিহান। স্পাই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার শত্রুতা আরও বৃদ্ধি করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাদের পূর্ববর্তী উত্তেজনাহ্রাস চুক্তি লঙ্ঘন করে তাদের ব্যাপক সুরক্ষিত সীমান্তে শত্রুতামূলক সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গাজা থেকে 'আমাদের মুখ ফেরালে চলবে না' ঃগুতেরেস

জেনেভা (এজেন্সী) ঃ বুধবার জাতিসংঘের মহাসচিব ইসরাইল ও হামাসকে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়কাল বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন আট সপ্তাহ ব্যাপী দীর্ঘ এই যুদ্ধে একটি সত্যিকারের মানবিক যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন। পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যনির্বাহী পর্যায়ের বৈঠকে আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, গাজার জনগণ বিশ্বের চোখের সামনে একটি মহাকাব্যিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। আমাদের মুখ ফেরালে চলবে না। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বিরতির সময় উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক থেকে গাজায় প্রবেশকৃত অসংখ্যা ত্রাণবাহী ট্রাক এবং জ্বালানি সরবরাহকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। এই বিরতির সময় থেকে এ পর্যন্ত হামাসের হাতে আটক ষাটজন জিম্মি এবং ১৮০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তবে গুতেরেস বলেছেন, গাজার ২২ লাখ বাসিন্দার মানবিক চাহিদা মেটাতে আরও অনেক বেশি কিছু প্রয়োজন।

৭ অক্টোবরের নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার সময় হামাস ইসরাইলে প্রায় ১২০০ মানুষকে হত্যা করেছে এবং ইসরাইলের শহরগুলোতে অব্যাহত ভাবে রকেট নিক্ষেপ করে চলেছিল।

হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মৃতের সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। ধসে পড়া ভবনের নিচে নিখোঁজ রয়েছে আরও বহু মানুষ।

সোমবার ও মঙ্গলবার স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৬০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ইসরাইলের দূত হামাসের হুমকির অবসানের প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। হামাসকে ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান বলেন, যুদ্ধবিরতির জন্য আহ্বানের অর্থ হলো হামাসের আরও একদিন টিকে যাওয়া, ইসরাইলিদের আতংকিত করা এবং গাজাবাসীকে দরিদ্র করা।

তিনি বলেন, ইসরাইল নিশ্চিহ্ন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত হামাস ৭ অক্টোবরের সন্ত্রাসী হামলার পুনরাবৃত্তি করার হুমকি দিয়েছে। তিনি অন্যান্য দেশগুলো কীভাবে একই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে তাও জিজ্ঞাসা করেছে।

ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র গাজার সহায়তা বৃদ্ধি করার এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকসহ বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। গাজায় ১১০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি জাতিসংঘের কর্মী এবং ৫০ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।